ফেলিক্স কেরী ঃ একটি বৈচিত্র্যময় জীবন

মুহম্মদ সিদ্দিক খান

১ ॥ ভূমিকা ॥

উইলিয়াম কেরী, জশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড—শ্রীরামপুরের এই তিন দিকপাল সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। ধর্মপ্রচারক, শিক্ষাব্রতী, গ্রন্থকার, সংকলক, অনুবাদক এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসাবে তাঁদের ঐকান্তিক পরিশ্রমের বিষয়ে বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং হচ্ছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তাঁদের যুগান্তকারী দান রয়েছে। তাঁদের জীবনাবসানের পর তাঁদের এই মহৎ দায়িত্বভার তাঁদের বংশধরদের উপর অর্পিত হয় বটে, কিন্তু তাঁদের বংশধররা সবাই তাঁদের মত সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। এঁদের মধ্যে ডাঃ উইলিয়াম কেরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ফেলিক্স কেরী বহুমুখী প্রচেষ্টার মারফতে খ্যাতি, সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রয়াস পেয়েছিলেন, যদিও সেগুলির কোনো ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারেননি।

অস্থিরচিত্ত ফেলিক্স কেরী তাঁর পিতার ন্যায় ধীর, বিবেচক, চিন্তাশীল ও কর্মনিষ্ঠ ছিলেন না। তিনি অনেক কিছুতেই নিজেকে জড়িত করেছিলেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিছুটা সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি দিলেও, শেষ পর্যন্ত অধ্যবসায়ের অভাবে তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তবে একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে যে কোন কিছুতেই তাঁর দান একেবারেই ছিল না। তাঁর অবদান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল না। সমকালীন একাধিক বিবরণীতে তাঁকে ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বহুভাষাবিদ বলে আখ্যায়িত

করা হয়েছে।[১] বাংলা গ্রন্থসমূহ সংকলনে, ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ-কার্যে এবং বর্মী ভাষার অনুশীলনে তাঁর দানকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে স্বীকার করতে হবে।

জীবনের বেশীর ভাগ কাল ধর্মপ্রচারক, চিকিৎসক, মুদ্রাকর তথা রাজ-কর্মচারী, রাজদূত প্রভৃতি বিভিন্ন পেশায় জড়িত থাকার পরেও তিনি তাঁর পিতার উপদেশে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবনের শেষ কয় বছর বাংলা গ্রন্থকার, সংকলক এবং অনুবাদক হিসেবে বহুমূল্য কাজ করে প্রভূত যশ কুড়িয়ে গেছেন। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে যখন তিনি সবেমাত্র তাঁর অস্থিরচিত্ততা, ঐশ্বর্যলোভ ও বেহিসাবী জীবনযাত্রা পরিহার করে নূতন পথে চলেছিলেন, তখনই মৃত্যু এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এই মৃত্যুতে শুধু যে তাঁর শ্রমক্লান্ত বৃদ্ধ পিতা, তাঁর মিশনারী বন্ধুবর্গ এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিরই সম্যক ক্ষতি হয়েছিল তা' নয় বরং বাংলা সাহিত্যেরও অপূরণীয় ক্ষতি ঘটেছিল। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সৃষ্টি ও সাফল্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে এনেছিলেন, ফেলিক্স কেরীর মৃত্যুতে তাঁদেরই একটি জ্যোতিষ্ক চিরতরে নির্বাপিত হ'ল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে কর্মরত অথচ বাংলা ভাষা ও ভাষাভাষীদের উন্নতি-কল্পে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ যে-সকল ইংরেজ পুরুষ ভারত-প্রবাসে এসেছিলেন ফেলিক্স কেরী ছিলেন তাঁদেরই উত্তরসূরী। বাংলা সাহিত্য আজ এবং চিরকালই জনাথান ডানকান, নেইল বেনজামিন এডমনস্টোন, হেনরী পীটস ফরস্টার, এ. আপজন, জন মিলার, জন টমাস, উইলিয়াম কেরী, জশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ড, জন এলারটন, গ্রেভস্ হাফটন, ক্যাপ্টেন "হিন্দু" স্টুয়ার্ট প্রমুখ ব্যক্তির নিকট চিরঋণী থাকবে। তেমনি জীবনের শেষ চার বৎসরের স্বল্প সময়ে বাংলা ভাষার উন্নয়নের জন্য পরিশ্রমের ফলে বাংলা সাহিত্যে ফেলিক্স কেরীর নাম অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সজনীকান্ত দাস তাঁর বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এ বিষয়ে বলেছেন : "তিনি লেখক হিসাবে প্রকৃতপক্ষে মাত্র চারি বৎসর বঙ্গভাষার সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহার অধিকাংশ রচনাই অকালমৃত্যুর জন্য অসম্পূর্ণ রহিয়া

১. Pearce Carey, Samual. William Carey D. D., Fellow of the Linnaean Society, London, 1923, p. 357.

গিয়াছে। তাঁহার রচনা আমি মুদ্রিত আকারে যতটুকু পাইয়াছি, তাহাতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, বাঁচিয়া থাকিলে তিনি বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন; মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও তিনি যে পরিমাণ মুদ্রিত বাংলা লেখা রাখিয়া গিয়াছেন, আর কোনও বৈদেশিকের লেখা তাহার সহিত ওজনে তুলনীয় নহে। উৎকর্ষ বিচারে সংস্কৃত রীতির অতিমাত্র অনুসরণ তাঁহার প্রধান দোষ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনায় প্রথম পথপ্রদর্শক, ইহা স্মরণ রাখিলে বিজ্ঞানের পরিভাষা নির্মাণে তাঁহার দক্ষতা ও দুঃসাহস আমাদিগকে বিস্মিত করিবে। অ্যানাটমি বা ব্যবচ্ছেদবিদ্যার মত সম্পূর্ণ অভিনব শাস্ত্রের পরিভাষা যে তিনি একান্ত নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষার রত্নভাণ্ডার হইতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা কম শক্তির পরিচায়ক নহে। বস্তুতঃ সকল দিক বিচার করিয়া তাঁহাকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় লেখক বলিলে অন্যায় বলা হইবে না।”[২]

২ ॥ প্রথম জীবন ॥ [৩]

ধর্মপ্রচারণার পবিত্র কর্মে উন্নীত চর্মকার নর্দাম্পটনশায়ারস্থ পলার্স পিউরীর উইলিয়াম কেরী তাঁর পেশা ত্যাগ করে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে পার্শ্ববর্তী গ্রাম মৌল্টনে শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন। সেখানে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবরে কেরী ও তাঁর পত্নী ডরোথীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ফেলিক্স কেরী জন্মগ্রহণ করেন। উইলিয়াম কেরী ব্যাপ্টিস্ট মতবাদী ছিলেন। তিনি অবসরকালে

২। সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস, পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৬৯, পৃঃ ২২৭—২২৮।

৩। স্বনামখ্যাত ডাঃ উইলিয়াম কেরীর জীবন সম্বন্ধে বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ লেখা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্বোল্লিখিত পীয়ার্স কেরী-লিখিত জীবনী ছাড়াও John Clarke Marshman রচিত The story of Carey, Marshman and Ward, the Serampore Missionaries (London, 1864) ও George Smith লিখিত The Life of William Carey, Shoemaker & Missionary (London) বিশেষ দ্রষ্টব্য। এই প্রসংগে বর্তমান লেখকের “বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা” (ঢাকা, ১৩৭২,) ও সাহিত্য পত্রিকার ১৩৬৮ সালের বর্ষা সংখ্যায় প্রকাশিত “বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী-যুগ” ও উল্লেখযোগ্য।

ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতেন। পরে গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী দরিদ্র এই পরিবারটি দুই বৎসর পরে লেস্টার (Leicester) শহরে গমন করেন।

বালক ফেলিক্সের জীবনের প্রথম বছরগুলি এই ধর্মীয় পরিবেশেই অতিবাহিত হয়। লেস্টারে অবস্থানকালে উইলিয়াম কেরী প্রাচ্য দেশবাসী অখৃষ্টীয়দের মধ্যে খৃষ্টের বাণীপ্রচারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে তাঁর পরিবারের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তিনি তাঁর দুই পুত্র উইলিয়াম ও পিটার এবং তাঁর স্ত্রীসহ সুদূর ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। এই যাত্রাই হ'ল তাঁদের প্রথম ও শেষ যাত্রা, কারণ তাঁরা আর স্বদেশে ফিরে আসতে সক্ষম হন নি।

বেশ কিছু বাধা-বিপত্তি অবস্থা-বিপর্যয়ের পর অবশেষে ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন বাংলা দেশ অভিমুখে রওয়ানা হন। পাঁচ মাস পরে অর্থাৎ ঐ বৎসরের ১১ই নভেম্বরে ক্ষুদ্র ব্যাপ্টিস্ট দলটি কলকাতায় এসে পেঁছাল। দীর্ঘ এই সমুদ্রযাত্রায় তাঁরা ঝড়, বৃষ্টি এবং দুর্যোগসঙ্কুল আবহাওয়া ও সামুদ্রিক পীড়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করে অধীরচিত্তে ঈপ্সিত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকেন।

গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কারণে অর্থাৎ বিজিত জাতিকে ধর্মান্তরিত করার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার সম্ভাব্য ফল চিন্তা করে মিশনারীদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে কোম্পানীর অননুমোদিত পাদ্রীদের প্রবেশ রহিত করে। ফলে নবাগত মিশনারীদল কোম্পানীর কোপানল থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটি দেশীয় নৌকাযোগে হুগলী নদী দিয়ে যাত্রা করলেন। কলকাতায় একটি বাসস্থানের ব্যবস্থা করে উইলিয়াম কেরী রামরাম বসুকে তার মুন্‌শী বা ভাষা শিক্ষক নিযুক্ত করে তাঁর খৃষ্টীয় সুসমাচার প্রচার কার্যের পরিকল্পনায় প্রথম পদক্ষেপ করলেন।

বাংলা দেশে প্রচারকার্যের জন্য নবাগত বিদেশী প্রচারকের পক্ষে হিন্দুধর্মতত্ত্ব-ব্যবহৃত ভাষা সংস্কৃত ও হিন্দুস্তানের তদানীন্তন রাজভাষা ফার্সীতে ব্যুৎপত্তির নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। পিয়ার্স কেরী তাঁর লিখিত উইলিয়াম কেরীর

জীবনীতে বলেছেন, "তিনি (উইলিয়াম কেরী) তথাকথিত বাংলার অক্সফোর্ড নবদ্বীপে ফেলিক্স কেরীকে সংস্কৃত এবং পিটারকে ফার্সী শেখাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।" উপরন্তু ভারতের পূর্বপ্রান্তস্থ দেশগুলিতে ধর্মপ্রচারের বিস্তৃত ক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য পিটারের চীনাভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা করলেন। ফেলিক্স কেরী এই সময় আমাশয় রোগে আক্রান্ত হলেন এবং তাঁর জীবনহানির আশঙ্কা দেখা দেয়। একাধারে শ্রীযুক্তা কেরী এবং তাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র ফেলিক্সের পীড়া, তদুপরি নিদারুণ দারিদ্র ও দুঃখ-দুর্দশাজনিত অবস্থার দরুন পরবর্তীকালে ফেলিক্স এবং ডরোথীর জীবনে বিষম এবং গভীর প্রভাব পড়েছিল।[৪] পরবর্তীকালে ফেলিক্সের মা ডরোথী মস্তিষ্কবিকৃতি রোগে ভুগতে থাকেন এবং তাঁর ভঙ্গুর স্বাস্থ্য তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে। ফেলিক্সের পরবর্তী জীবনের প্রধান দোষ অস্থির-চিত্ততার পেছনেও প্রথম জীবনের এই পীড়ার প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হয়।

ছয় বৎসর অসীম দুঃখ-দুর্দশা ভোগের পর বাংলা দেশে নানা জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার প্রচেষ্টায় উইলিয়াম কেরী যখন তাঁর পরিবার পরিজনসহ ভুটান যাত্রার কথা চিন্তা করছিলেন, তখন এক আনন্দ-সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছাল। তিনি জানতে পারলেন যে কোম্পানীর নিষেধ সত্ত্বেও চারটি ব্যাপ্টিস্ট ধর্মপ্রচারক পরিবার বাংলা দেশে এসেছেন। কোম্পানী তাঁদের উপর কলকাতা প্রত্যাবর্তনের আদেশ জারী করা সত্ত্বেও তাঁরা শ্রীরামপুরের দিনেমার রাজ্যে অবতরণ করলে সেখানকার গভর্ণর কর্ণেল বী (Col. Bie) অকুতোভয়ে তাঁদের আশ্রয় দেবার এবং রক্ষা করবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন।

এই দুঃসময়ে তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরী উইলিয়াম কেরীর শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁদের মধ্যে মিঃ ওয়ার্ড উইলিয়াম কেরীর উপদেশ ও পরামর্শ লাভের জন্য মদনাবাটিতে এলেন। এই নবাগত মিশনারীগণ উইলিয়াম কেরীকে শ্রীরামপুরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁদের শক্তিবৃদ্ধি করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন।

গভীর চিন্তার পর কেরী অবশেষে শ্রীরামপুর যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মিঃ ওয়ার্ড তাঁর জার্ণালে লিখেছেন: "সোমবার ২রা ডিসেম্বর—কেরী সমস্ত

৪। পীয়ার্স কেরী, পৃঃ ১৪৪

কিছু ত্যাগ করে ঈশ্বরের সেবার জন্য শ্রীরামপুর যেতে রাজী হয়েছেন। কেরী-পরিবার এবং মিঃ ফাউন্টেন নামে আরেকজন অল্পবয়স্ক মিশনারী কেরীর কষ্টে আহৃত ও সযত্নে রক্ষিত মুদ্রাযন্ত্র এবং অন্যান্য সম্পত্তিসহ ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী মালদহ হতে নৌকাযোগে যাত্রা করে ১০ই জানুয়ারী শ্রীরামপুরে পৌঁছেন।"

উইলিয়াম কেরী ও তাঁর কিশোর পুত্র ফেলিক্সের জন্য এক নবজীবনের সূচনা হল। মদনাবাটি অবস্থানকালে ফেলিক্স ইতিমধ্যে তাঁর হৃতস্বাস্থ্যও পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এই নবজীবন লাভের জন্য ফেলিক্স এই কয় বৎসর তাঁর স্নেহময় পিতার নিকট কিছু কিছু শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে উইলিয়াম কেরী লিখেছেন যে তিনি ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষা দিচ্ছেন এবং মনে হয় এই শিক্ষার প্রভাব তাদের উপর পড়েছে।

অবশ্য এই ধরনের শিক্ষা যথেষ্ট ছিল কিনা এ বিষয়ে বেশ সন্দেহ আছে। ফেলিক্সের পিতা উইলিয়াম কেরীর জীবনীকার পিয়ার্স কেরী লিখেছেন: "ব্যবসা সম্পর্কে তাঁর পিতার তন্ময় থাকা কারণে এবং তাঁর মাতার ক্রমবর্ধমান মানসিক বিশৃংখলার ফলে বালক ফেলিক্সকে বহুলাংশে নিজের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। বালক প্রায়ই দাস-দাসীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকার ফলে অতি সহজেই দেশীয় ভাষা আয়ত্ত করে। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কেরী দেখলেন যে তাঁর ছেলেমেয়েরা প্রায় দেশীয় লোকদের মতই দেশীয় ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে এবং ইংরেজী ভাষায় তাঁরা নিজেরা এরূপ অনেক কিছুই জানেন না যা ফেলিক্স বা পিটার বাংলা ভাষা সম্পর্কে জানত।

দুই বৎসর পর কেরী লিপিবদ্ধ করেন যে তাঁর ছেলেরা যে কোনও ভারতীয়ের মত বাংলা ও হিন্দুস্তানী ভাষা জানে। নবাগত মিশনারীগণের লিপিবদ্ধ বিবরণীতেও এর প্রমাণ আছে। উইলিয়াম ওয়ার্ডও তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন: "রবিবার ১লা ডিসেম্বর ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ—মদনাবাটি— চারজন বালকই অনর্গল বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে। ফেলিক্সের বয়স প্রায় ১৪।১৫ বৎসর ··· ।"

জশুয়া মার্শম্যানের পুত্র ও উইলিয়াম কেরীর জীবনীকার জন ক্লার্ক মার্শম্যান, যিনি ফেলিক্স কেরীর প্রথম জীবনের সঙ্গী ছিলেন, তিনিও ফেলিক্সের ভাষাগত ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, পিতার নিকট শিক্ষালাভপ্রাপ্ত ফেলিক্স কেরী সংস্কৃত ভাষায় গভীর জ্ঞান রাখতেন এবং তিনি প্রাচ্য ভাষাতত্ত্বের মৌলিক উপাদান সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন।"[৫]

৩॥ শ্রীরামপুরের কর্মক্ষেত্র ॥

নতুন আবাসস্থলে তিনটি বিষয় ধর্মপ্রচারক দলটিকে গভীরভাবে ব্যাপৃত রাখে : (১) খৃষ্টধর্ম প্রচারণা, (২) স্কুল কলেজের মাধ্যমে শিক্ষাদানের কর্মসূচী ও পুস্তক রচনা, অনুবাদ, মুদ্রণ ও প্রকাশনার এক বিরাট কার্যক্রম। শ্রীরামপুর থেকে ধর্মীয় ও অন্যান্য পুস্তক প্রকাশনার মহৎ পরিকল্পনা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। উইলিয়াম কেরীর ভারত-যাত্রার পূর্বেই তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন। "পিয়ার্স কেরী লিখেছেন : "এই সপ্তাহে (লণ্ডন) শহরে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎরত ডার্বির এক তরুণ খৃষ্টান মুদ্রাকর উইলিয়াম ওয়ার্ডের সঙ্গে কেরীর সাক্ষাৎকার একটি বিশেষ ঘটনা। এই সাক্ষাৎকালে উইলিয়াম কেরী ওয়ার্ডকে তাঁর বাইবেল অনুবাদের প্রস্তাবটি জানান। ওয়ার্ডের কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন, 'ঈশ্বরের অনুগ্রহে ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই অনুবাদিত বাইবেল মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের জন্য মুদ্রণ করবেন।' দু'জনের মধ্যে কেউ কখনই এই কথা ভোলেন নি।"[৬]

যদিও ওয়ার্ড সহসা ভারতযাত্রী মিশনারীর বৃত্তি গ্রহণ করেন নি, তবু সেই ইচ্ছা অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবেই তাঁর মানসে গ্রথিত হয়েছিল।

পাঁচ বৎসর পরে ওয়ার্ড কেরীকে জানালেন যে তিনি মিশনারী বৃত্তি গ্রহণ করে বাংলা দেশে যাত্রা করছেন। ওয়ার্ড মার্শম্যান, ব্রান্সডন এবং গ্র্যাণ্ট নামক আরও তিনটি মিশনারী পরিবারের সংগে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ১৫ই অক্টোবর শ্রীরামপুরস্থ দেশী বসতিতে এসে উপস্থিত হলেন।

৫। পীয়ার্স কেরী, পৃঃ ১৭৯; Marshman, John Clark. The Story of Carey, Marshman & Ward.... London, 1864, p. 149.
৬। পীয়ার্স কেরী, পৃঃ ১১৯।

লণ্ডনে অবস্থানকালে কেরীর সহিত পূর্ব পরিচয়ের সূত্রেই ওয়ার্ডের সহকর্মীরা তাঁকে কেরীর সংগে সাক্ষাতের জন্য মদনাবাটিতে পাঠান। তিনি কেরীকে শ্রীরামপুরে তাদের দলে যোগ দেবার অনুরোধসহ মদনাবাটিতে যান। উইলিয়াম কেরীর নির্দেশ ও প্রচেষ্টায় এই নতুন মিশনারী কেন্দ্রটি পূর্বাগত মোরেভিয়ান ধর্মপ্রচারক গোষ্ঠির পরিকল্পনা মূলনীতির ভিত্তিতে গ্রহণ করলেন। "পরস্পর সমঝোতা, ব্যক্তিগত ব্যবসা হতে নিবৃত্তি, স্বস্বার্থে কোন কার্য থেকে বিরত থাকা, পরিবারগুলির প্রয়োজনের অধিক অর্থ না লওয়া, মিতব্যয়িতা এবং উদ্বৃত্ত অর্থ মিশনের কার্যবিস্তারে দান—এই মূলনীতিগুলির উপর এই পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত হয়।"[৭]

স্বাভাবিক ভাবেই এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যের ভার বিভিন্ন ব্যক্তির উপর অর্পিত হল। ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষা সমূহে বাইবেল মুদ্রণ ও প্রকাশনের পরিকল্পনা সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব লাভ করল। "এই ভাবে প্রুফ দেখা ও মুদ্রণের কপি তৈরীর ভার পড়ল ফেলিক্স কেরী ও ফাউন্টেনের উপর এবং মুদ্রাকর ওয়ার্ডকে সাহায্য করতে লাগলেন ব্রান্সডন এবং ফেলিক্স...।"[৮]

শ্রীরামপুরে ৬০০০৲ টাকায় কেনা নতুন বাড়ীতে ছাপাখানার স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, ঐ অট্টালিকার পাশে আর একটি বাড়ীতে স্থাপন করা হ'ল। ওয়ার্ড এবং তাঁর তরুণ সহকর্মীরা বাংলা বাইবেল মুদ্রণ ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যান এ বিষয়ে লিখেছেন: "ওল্ড টেষ্টামেণ্টের দু'টি মাত্র খণ্ড ছাড়া সমগ্র বাইবেলের অনুবাদ ও মুদ্রণ কার্য সম্পাদিত হ'ল। ওয়ার্ড স্বহস্তে প্রথম টাইপ সংযোজন করলেন এবং ১৮ই মার্চ তারিখে কেরীকে নিউ টেষ্টামেণ্টের প্রথম শীট উপহার দিলেন। এই উপলক্ষে গভীর আনন্দ অভিব্যক্তি এবং বিরাট ভবিষ্যত সম্ভাবনার বিষয়টি সহজেই অনুমেয়। এই ভাবে ওয়ার্ড যখন তাঁর ছাপাখানায় কর্মব্যস্ত থাকতেন তখন কেরী এবং ফাউন্টেন সকাল ও সন্ধ্যায়

৭। ঐ, পৃঃ ১৮৭। মোরেভিয়ানদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিশদ তথ্য এই বইয়ের ১৮৫-১৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

৮। পীয়ার্স কেরী, পৃঃ ১৮৭।

পাশের শহরের পৌত্তলিক জনগণের মধ্যে খৃষ্টের বাণী প্রচার করতেন।"[৯]

ওয়ার্ডের জার্ণাল থেকে ফেলিক্সের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণী পাওয়া যায়। এই বিবরণ হতে জানা যায় যে মিশনারীরা ভোর ছয়টায় শয্যাত্যাগ করতেন এবং ওয়ার্ড, ব্রান্সডন ও ফেলিক্স ছাপাখানায় চলে যেতেন। আটটার সময় প্রার্থনা ও প্রাতঃরাশের পর থেকে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় পর্যন্ত কাজ চলতে থাকত। এরপর তাঁরা বিশ্রাম নিতেন।[১০]

চোদ্দ বৎসরের কিশোর ফেলিক্স অভিজ্ঞ মুদ্রাকর ওয়ার্ডের অধীনে শিক্ষানবীশ থাকার ফলে প্রচুর পরিমাণে উপকৃত হয়েছিলেন। উইলিয়াম ওয়ার্ড কেবল মাত্র ফেলিক্সের মুদ্রণ-শিক্ষাদাতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর বন্ধু ও উপদেষ্টা।[১১] উইলিয়াম কেরী নানা কারণে ব্যস্ত থাকায় এবং কেরী-পত্নী মানসিক রোগাক্রান্ত হওয়ায় কেরীর পুত্ররা কিছু পরিমাণে উচ্ছৃংখল হয়ে উঠেছিল। এই কারণেই হয়ত ওয়ার্ড তাঁর তরুণ শিক্ষানবীশকে বাঘের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছেন।

ওয়ার্ড কর্তৃক ফেলিক্সকে ধর্মীয় শিক্ষাদানের চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। ওয়ার্ড তাঁর জার্ণালে লিখেছেন যে, ফেলিক্স এবং তাঁর ভাই এই শিক্ষার ফলে খৃষ্টধর্ম ও নৈতিকতায় বহুলভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। জশুয়া মার্শম্যান বালক দুটির এই পরিবর্তন উপলব্ধি করে লিখেছেন: "বাঘও মেষশাবকে রূপান্তরিত হ'ল।" কেরী এই ভেবে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন যে বাংলা ও হিন্দুস্তানী ভাষায় ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন তাঁর তরুণ পুত্র ভারতের পৌত্তলিকদের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে সক্ষম হবে।

অবশেষে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর শ্রীরামপুরস্থ মিশনারী পরিবার সকলের ও স্থানীয় ইউরোপীয়, পর্তুগীজ, হিন্দু মুসলমানদের উপস্থিতিতে কৃষ্ণ পাল নামক শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনের সর্বপ্রথম ধর্মান্তরিত বাঙ্গালী খৃষ্টানের সংগে একযোগে ফেলিক্সেরও ব্যাপ্টিজম কার্য সম্পন্ন হল। আর জীবনের

৯। মার্শম্যান, পৃঃ ৫১—৫২।
১০। Periodical Accounts, Vol. II, p. 67.
১১। পার্ণ, পৃঃ ৪।

গতি পরিবর্তিত হওয়ায় ফেলিক্সের কার্যবিধিরও কিছুটা পরিবর্তন হ'ল।

ফেলিক্স এই সময় ওয়ার্ডের সংগে গ্রামে গ্রামে ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করলেন। ফেলিক্স কর্তৃক ধর্মপ্রচার ও খৃষ্টীয় মতবাদ সমন্বিত পুস্তিকা-বিতরণের ফলে তাঁর প্রতি কোম্পানীর পুলিশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল।

নবজীবনপ্রাপ্ত চোদ্দ বৎসরের বালকের উদ্দীপনা তাতে এতটুকুও নির্বাপিত হ'ল না। তিনি ইংলণ্ডস্থ এক বন্ধুকে লিখিত পত্রে অন্যান্য অনেক বিষয়ের সাথে লেখেন:

"শ্রীরামপুরে আসার পর থেকে ঈশ্বরের বাণী প্রচারের সাফল্যে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছি। আমার পিতা আমাকে এবং কৃষ্টো নামক একজন এদেশীয় ব্যক্তিকে একই সঙ্গে ব্যাপ্টাইজ করেছেন। কৃষ্টো অবশেষে খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরেছে। সে এবং তার পরিবারের প্রায় সকলেই ঈশ্বরের ধর্মের কারণে তাঁদের গোত্র ত্যাগ করেছে। তার শ্যালিকা ও শ্রীযুক্ত ফার্নাণ্ডেজকে সম্প্রতি ব্যাপ্টাইজ করা হয়েছে এবং শীঘ্রই তার স্ত্রী ও আরও দু'চার জনকে ব্যাপ্টাইজ করবার আশা রাখি। পরমেশ্বর আরও পৌত্তলিককে সত্যকারের ঈশ্বরের সেবায় আর্কষণ করলেন। আমি পৌত্তলিকদের মধ্যে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেছি। আমি প্রধানতঃ তাদের পৌত্তলিকতাবাদের বিপদের কথা বলি এবং কিভাবে তারা যীশুখৃষ্টের দ্বারা মুক্তি পেতে পারে সেই কথাই প্রচার করি।"[১২]

ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী সোসাইটি তরুণ ফেলিক্সের প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করে তাঁকে কিছু পুস্তক প্রেরণ করেন। ফেলিক্স এই প্রশংসার স্বীকৃতিতে লিখলেন: "আশা করি আমি কখনও মিশনারীর কার্য ত্যাগ ক'রব না। আমি এই কাজকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দান ক'রব এবং আমৃত্যু এই কাজে বিশ্বাসী থাকব।"[১৩] এখন তিনি পুরোপুরিভাবে মিশনারী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হলেন এবং শ্রীরামপুরস্থ মিশনের কাজের যুক্তদায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হ'ল। যদিও এই সময় তিনি প্রায়শঃই

১২। Periodical Accounts relative to the Baptist Missionary Society from 1800 onwords. London, Vol. II, পৃঃ ৮০১।

১৩। ঐ, পৃঃ ৪৪৯।

পীড়িত থাকতেন তবু একটি রবিবাসরীয় স্কুলের পরিচালনার অতিরিক্ত ভারও তাঁর উপর ন্যস্ত হ'ল। অবশ্য চরিত্রগত দুর্বলতার জন্য ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গীকৃত পথ হ'তে তিনি অচিরেই সরে যেতে বাধ্য হন।

মিশনারী পদে উন্নীত হবার অতি অল্প সময় পরেই তিনি বিবাহ করতে ইচ্ছুক হন এবং ১৮ বৎসর বয়সে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ২৩শে অক্টোবর কলকাতার ফ্রী স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা জে. গানের কন্যা পনের বৎসর বয়স্কা মার্গারেট কিন্সিকে বিবাহ করলেন।

বিবাহের পর তিনি আবার কিছুকালের জন্য শ্রীরামপুরের সাধারণ কাজ-কর্মে মনোনিবেশ করলেন। এই সময়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিকেও তাঁর বিশেষ ঝোঁক দেখা দেয়। ডাঃ জেমস টেইলর—যিনি পরবর্তীকালে সুরাটে মিশনারী-রূপে গমন করেন—এই সময় শ্রীরামপুরে অবস্থান করছিলেন। তিনি অতি প্রত্যুষে—"চারটার সময়"—শয্যাত্যাগ করে ফেলিক্সকে চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন।

টেইলারের শ্রীরামপুর ত্যাগের পর ফেলিক্স তাঁর চিকিৎসাবিষয়ক অধীত বিদ্যার জন্য ক্যালকাটা হসপিটালের সঙ্গে সংযুক্ত হলেন। ফেলিক্সের চরিত্রগত অস্থিরতা ইতিমধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল এবং তাঁর ভবিষ্যত কর্মজীবন সম্বন্ধে তাঁকে নানা প্রকার নির্দেশ দেওয়া হ'ল। কেউবা তাঁকে পাটনায় মিশনারীরূপে গমনের জন্য সুপারিশ করলেন। আবার অন্যান্যরা অভিমত দিলেন যে ফেলিক্স নবাগত কোন মিশনারীর সংগে যুক্ত হ'য়ে ক'লকাতায় একটা ছাপাখানা স্থাপন করলে সবচেয়ে ভাল হ'বে। ফেলিক্স নিজে রোমাঞ্চকর যে কোনও কিছু করতে উৎসুক ছিলেন এবং মিশনারী হিসাবে চীন দেশে যেতে রাজী হ'লেন। এ্যাংলিকান পাদ্রী ক্লডিয়াস বুকানন চীনদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের সম্ভাবনায় শ্রীরামপুরের দু'জন অগ্রগামী মিশনারীর ভ্রমণের জন্য রাহাখরচ ও অন্যান্য খরচ বাবদ ছয়শত পাউণ্ড পর্যন্ত বহন করতে রাজী হলেন। অগ্রণী দলের উদ্দেশ্য ছিল চীন দেশে মিশন স্থাপনের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করা এবং এই ব্যাপারে সম্ভাব্য সাহায্যকারী ও উৎসাহদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। কিন্তু অকস্মাৎ এই পরিকল্পনা

ত্যাগ করা হ'ল। কাজে কাজেই ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ফেলিক্স শ্রীরামপুরেই রয়ে গেলেন।[১৪]

ইতিমধ্যে শীঘ্রই মিশনের কার্যাবলী এক ঘোরতর দুর্যোগের সম্মুখীন হ'ল। শ্রীরামপুরে মিশন ও ভারতের অন্যান্য মিশনারী গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষ এক তুমুল আন্দোলন গড়ে তুললেন।

বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ইউরোপীয় ও হিন্দুগণ একযোগে এই ব্যাপারে কলকাতাস্থ বৃটিশ কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে প্রাণপণ চেষ্টিত হ'লেন। কর্তৃপক্ষ ইতিমধেই ভেল্লোর বিদ্রোহের ফলে বেশ কিছুটা ভীত ও বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। যদিও ভেল্লোর (Vellore) বিদ্রোহ সর্বাংগীনভাবে একটি সামরিক ঘটনা ছিল, তথাপি স্বার্থসংশ্লিষ্ট লোকেরা এই অছিলায় মিশনারীদের প্রচার কার্যে দেশীয়দের অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠবে বলে জাহির করলেন। এর ফলে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের পথে কলকাতায় আগত চেটার (Chater) ও রবিনসন (Robinson) নামক দু'জন হতভাগ্য মিশনারীর উপর ভারত সরকারের রোষদৃষ্টি পড়ল। ত'ারা যে জাহাজে কলকাতায় এসেছিলেন সেই জাহাজেই ত'াদের ইংলণ্ডে ফিরে যাবার নির্দেশ দেওয়া হল।

কোম্পানী সরকার শ্রীরামপুর মিশনের প্রধান হিসেবে উইলিয়ম কেরীকে কলকাতায় তলব করে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে তিনি ও তাঁর মিশনারী দলের কেউ দেশীয়দের মধ্যে আর কোনরূপ প্রচারকর্ম চালাবেন না বা কোন রূপ ধর্মপুস্তক বিতরণ করবেন না এবং কোনও দেশীয় ধর্মপ্রচারককেও প্রচারকার্যে পাঠাবেন না।

ত'াকে আরও জানিয়ে দেওয়া হল যে সরকার দেশীয় লোকদের বিশ্বাসে আদৌ হস্তক্ষেপ করতে চান না এবং কেরী ও ত'ার সহকর্মীগণ তা করুন, এটাও সরকার চান না। স্বাভাবিকভাবেই মিশন ধর্মপ্রচারের নতুন নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান করতে লাগলেন এবং সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি তাঁদের দৃষ্টি ব্রহ্মদেশের উপর পড়ল।

১৪। পীয়ার্স কেরী, পৃ: ২৪৯।

পীয়ার্স কেরী লেখেন : "পূর্বেই তাঁদের দৃষ্টি ব্রহ্মদেশের উপর পড়েছিল কিন্তু বাংলা-ব্রহ্ম সীমান্তে দুর্ভেদ্য বনভূমি থাকায় ব্রহ্মদেশ কার্যক্ষেত্ররূপে তাঁদের অগম্য বিবেচিত হয়। এখন সম্ভবতঃ সেই দুর্গম স্থানে ঈশ্বরের ধর্ম প্রচারের কাল আসন্ন হ'ল।"[১৫] পার্নের মতেঃ "ব্রহ্মদেশ, চীন, কোচিন-চীন এবং টংকিংয়ের সন্নিহিত হওয়ায় পূর্ব এশীয় দেশসমূহে খৃষ্টের বাণী প্রচারের পথ উন্মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল।"

পূর্বাগত মিশনারীদ্বয়, চেটার ও মার্ডনকে ব্রহ্মদেশে মিশন স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক অনুসন্ধানকার্যে প্রেরণ করা হ'ল। ব্রহ্মদেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে এতদিন জ্ঞানের পরিধি নিতান্ত সীমিত ছিল। ফলে আভাস্থ ব্রহ্মরাজের অধীনে সে দেশে শান্তি ও শৃংখলা সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল। তাছাড়া অন্যান্য অসুবিধাও ছিল। ব্রহ্মদেশে জীবনযাত্রার ধারা ও পরিবেশ ইউরোপীয়দের জীবনযাত্রার উপযুক্ত ছিল না। এমন কি রেঙ্গুন শহরেও রুটি, দুধ, মাখন, পনির ইত্যাদি সাধারণ শ্রেণীর ইউরোপীয় খাদ্যসামগ্রীও অত্যন্ত কষ্ট করে সংগ্রহ করতে হত। অবশেষে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী পূর্বোক্ত দু'জন মিশনারী পথিকৃৎ হিসেবে ব্রহ্মদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন।[১৬]

ইতিমধ্যে শ্রীরামপুরের মিশনারী ভ্রাতারা ব্রহ্মদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য তোড়-জোড় করতে লাগলেন। অনুবাদের কাজে সাহায্যের জন্য একজন বর্মী 'পণ্ডিত' নিযুক্ত হলেন। পার্ন বলেন: "বাংলা-ব্রহ্ম সীমান্তে আগত ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিতরণের জন্য পুস্তিকা-রচনাকার্যে সাহায্যের জন্য এই পণ্ডিতটি নিযুক্ত হয়েছিলেন।" কিন্তু মার্শম্যানের মতে তরুণ ফেলিক্সকে বর্মীভাষায় ব্যাকরণ প্রণয়নে সাহায্য করবার জন্যই একে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ফেলিক্স এই সময়ে আবিষ্কার করেন যে ব্রহ্মে ব্যবহৃত পালি ভাষা সংস্কৃতেরই একটি অপভ্রংশ মাত্র এবং সেই কারণেই তাঁর জন্যে অতি সহজ ও বোধগম্য। ফেলিক্স এই সময় নিউ টেস্টামেন্টের এক খসড়া অনুবাদ-কার্যও আরম্ভ করেন বলে জানা যায়।

১৫। ঐ, পৃঃ ২৫৮

১৬। পার্ন, পৃঃ ১০।

তিনি এই সময়ে গভীর মনোনিবেশের সংগে মিশনের মুদ্রণ-কাজ ও সংস্কৃতিবিদ হিসেবে সংস্কৃত ভাষায় ছাপানো বইপত্রের প্রুফ-পাঠ কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন।[১৭]

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে তারিখে চেটার ও মার্ডন ব্রহ্মদেশে মিশনকার্য সম্পর্কে উৎসাহ-জনক সংবাদসহ শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্তন করলেন। এই সময় মার্ডন ব্রহ্মে খৃষ্টধর্ম প্রচারের পরিকল্পনা ত্যাগ করলে, চেটার তাঁর সংগী হবার জন্য একজন নতুন মিশনারী সহচর খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে ফেলিক্স কেরী পিতা উইলিয়াম কেরী ও মুদ্রাকর ওয়ার্ডের বিরুদ্ধ মতামত অগ্রাহ্য করে ব্রহ্মদেশে যেতে প্রস্তুত হলেন।

উইলিয়াম কেরী ও ওয়ার্ড চেয়েছিলেন যে ফেলিক্স অনুবাদ ও মুদ্রণের গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে শ্রীরামপুরেই থেকে যাবেন। যাহোক, ফেলিক্সের অনেক গুণাবলীর মধ্যে রোমাঞ্চকর জীবনের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ থাকাতে বৃদ্ধ পিতা অবশেষে তাঁর আবেদন মঞ্জুর করতে বাধ্য হ'লেন। নবীন মিশনারী নিজে যে কেবলমাত্র উৎসাহী ও সাহসী ব্যক্তি ছিলেন তা নয়, তার উপর তিনি একজন দক্ষ ভাষাবিদ ছিলেন ও চিকিৎসা-বিষয়ে ভাল জ্ঞান রাখতেন। সুতরাং তিনি যে মেডিক্যাল মিশনারীর কার্যের জন্য উপযুক্ত ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। অবশেষে ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে সরকারীভাবে বর্মী মিশন সংগঠিত হ'ল। সমুদ্রপথে রেঙ্গুনের উদ্দেশ্যে কলকাতা-অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তাঁর হৃষ্টচিত্ত অথচ উৎকণ্ঠিত পিতা তাঁকে বললেন: "নিজের ও নিজের নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখো।"

উভয় মিশনারীর স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে (ফেলিক্স-কন্যা লুসি ব্যতীত) গঠিত ক্ষুদ্র দলটি ২৩শে নভেম্বর শ্রীরামপুর ত্যাগ করে কলকাতা যাত্রা করেন। সেখান থেকে তাঁরা ২৯শে নভেম্বর রেঙ্গুন যাত্রা করলেন।

৪ ॥ ব্রহ্ম প্রবাসে ॥

ব্রহ্মদেশে পৌঁছার প্রাথমিক পর্যায়ে মিশনারীরা বেশ সুখী হলেন। তাঁদের অভ্যর্থনা সন্তোষজনক হয়েছিল। এখানকার জনসাধারণ বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ

১৭। ঐ, পৃঃ ১০; মার্শম্যান, পৃঃ ১৪৯।

ও মিশুক বলে প্রতীয়মান হ'ল। তারা মিশনারীদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করতে লাগল। এদেশে বাংলাদেশের মত কঠোর জাতি ও বর্ণবৈষম্য এবং পর্দাপ্রথা না থাকায় মিশনারী ও দেশীয় লোকজনের একত্রে পানভোজনের ও মেলামেশার কোন বাধা নিষেধ ছিল না।

নতুন দেশে আসার পর প্রথমাবস্থায় ফেলিক্সের চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞান বিশেষতঃ টিকাদানে দক্ষতা বিশেষ সমাদর লাভ করলেও মিশনারীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার তেমন অগ্রসর হ'ল না। প্রচারক দু'জনের মধ্যে কারো বর্মীভাষা জানা না থাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে জনগণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের কথা উঠেনি। পাদ্রীদ্বয় ইংরেজীতে প্রার্থনা-অনুষ্ঠান আরম্ভ করলেন বটে কিন্তু বর্মী সরকারের কর্মচারী মিঃ রজার্স ব্যতীত অতি নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তিই এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। বাদবাকী ইউরোপীয় লোকজন তথা জাহাজী ক্যাপ্টেন, ব্যবসায়ী ও ভাগ্যান্বেষীরা এ বিষয়ে খোলাখুলিভাবেই উদাসীন ছিলেন। ফেলিক্স অবশ্য সংগে সংগে হিন্দুস্তানী ভাষায় প্রচার আরম্ভ করলেন কিন্তু এইরূপ সভাতেও তাঁদের ভৃত্যগণ ব্যতীত আর কেউ যোগদান করত না। কারণ রেঙ্গুনের মুসলমানদের কথিত প্রাদেশিক চলতি হিন্দুস্তানীতে এত অধিক পরিমাণ বর্মী শব্দ মিশ্রিত থাকত যে ফেলিক্স তা আদৌ বুঝে উঠতে পারতেন না। পাদ্রীদের সর্বপ্রথম স্কুল-স্থাপনের প্রচেষ্টাটিও আশু ফলপ্রসূ হ'ল না। অতিকষ্টে মাত্র চারজন ছাত্র সংগৃহীত হ'ল এবং তাদেরও বর্মী ব্যতীত অন্য ভাষা জানা না থাকায় শিক্ষকতার কাজ বিশেষ অগ্রসর হতে পারল না।[১৮]

ফেলিক্স বহুকষ্টে মিয়ো-উন বা নগরের শাসনকর্তার অনুমোদন নিয়ে একজন বর্মী-জানা ভাষা-শিক্ষক নিযুক্ত করতে সক্ষম হলেন। এই দেশত্যাগী পর্তুগীজ শিক্ষক মহাশয় বহু ভাষাবিদ ও বুদ্ধিমান ছিলেন এবং বাইবেল সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখতেন। তিনি পর্তুগীজ ও বর্মী ভাষা ছাড়াও ইংরেজী, ফরাসী, ইতালীয় স্প্যানীশ, ল্যাটিন ও আর্মেনী ভাষা জানতেন। রেঙ্গুনে বৃদ্ধ আর্মেনী শুল্ক বিভাগীয় অধিকর্তা বাবাশীনকে টিকাদান করার প্রতিদানে তিনিও মিশনারীদের প্রভূত

১৮। পার্ন, পৃঃ ১৮০।

উপকারের প্রচেষ্টা দেখালেন। তিনি মিশনারীদের তাঁর নিজস্ব কিছু বর্মী গ্রন্থ ও পাঁচ হাজার শব্দসম্বলিত একটি আর্মেনীয় শব্দকোষ ব্যবহার করতে দিলেন। অবশ্য এটা সম্পূর্ণ না থাকায় এতেও মিশনারীদ্বয় তেমন বিশেষ লাভবান হলেন না।

রেঙ্গুনে অবস্থানকালে এইরূপ অসুবিধা চলতেই থাকল এবং শেষ পর্যন্ত চেটার ও ফেলিক্স দু'জনেই সেখানকার আবহাওয়া সহ্য করতে অক্ষম হয়ে বাংলায় প্রত্যাবর্তনের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে বর্মীভাষা শিক্ষাও অতি ধীরগতিতে অগ্রসর হতে লাগল। এই সমস্ত অসুবিধার মধ্যে তাঁর মা ডরোথীর মৃত্যুসংবাদে ফেলিক্স অভিভূত হয়ে পড়েন এবং ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি অতি অল্পকালের জন্য শ্রীরামপুরে ফিরলেন। অন্যদিকে ফেলিক্সের অনুপস্থিতিকালে চেটার বর্মী ভাষা বেশ কিছুটা আয়ত্ব করলেন এবং রেঙ্গুনের মিশনবাড়ী নির্মাণের জন্য গভর্ণরের হুকুম নিয়ে নির্মাণকার্য আরম্ভ করবার উদ্দেশ্যে স্থানও পছন্দ করলেন।

২৬শে নভেম্বর ফেলিক্স শ্রীমতী চেটারসহ রেঙ্গুনে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর নিজ স্ত্রী তখন সন্তান-সম্ভবা থাকায় শ্রীরামপুরেই রয়ে গেলেন। ফেলিক্স রেঙ্গুনে ফিরে দেখলেন যে সব কিছুই যেরূপ দেখে গিয়েছিলেন সেরূপ অবস্থায়ই আছে। ভাষাশিক্ষার অসুবিধা, বাবাশীন এবং তাঁর অপূর্ণ প্রতিজ্ঞা, সমস্ত কিছুই বিরাজমান। তবুও কিছুটা পরিবর্তন চোখে পড়ল কারণ খাদ্যসামগ্রী বেশ আয়াসলভ্য ও ব্যয়সংকুল হয়ে পড়েছিল। আবার ব্রহ্মদেশে পৌঁছাবার সংগে সংগেই ফেলিক্স এই দুঃসংবাদ শুনলেন যে পুত্র ও কন্যা রেখে তাঁর স্ত্রী ২৬শে ডিসেম্বর দেহত্যাগ করেছেন।

শোকের প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রান্ত হলে তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পুনরায় বর্মী ভাষায় তালিম নিতে লাগলেন। সংস্কৃত ভাষায় গভীর জ্ঞান থাকায় এবং পালি ভাষার সংগে বর্মী ভাষার যোগাযোগ থাকায় ভাষাশিক্ষা এখন তাঁর জন্য বেশ সহজ হয়ে উঠল। তিনি তার পূর্বতন উপদেষ্টা ও বন্ধু ওয়ার্ডকে লিখলেন: "আমার মনে হয় যে ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে আমি বেশ অগ্রসর হয়েছি এবং আমি আমার শিক্ষকদের কথা বুঝতে পারি। আমি সারাদিনই বর্মী-ভাষায় লেখাপড়া করি অথবা বর্মীভাষায় কথাবার্তা বলি।" এই চিঠির সর্বাপেক্ষা

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে তিনি আরও লিখলেন: "আমি ক্রমশঃই আমার কর্তব্য, এই দেশ ও এই দেশের জনসাধারণের প্রতি আমার গভীর ভালবাসা ও একাত্মতা অনুভব করছি।"

চিকিৎসক হিসেবে ফেলিক্সের সুনাম অমরাপুরার রাজদরবারে পৌঁছালে এই সূত্র হতে তাঁর মাসিক ৫০ হতে ১০০ টাকা আয়ের সম্ভাবনা দেখা দিল। ইতিমধ্যে মিশন-কুঠিও ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল। মিশন-কুঠির জন্য নির্বাচিত স্থানটিও বেশ খোলামেলা ও সুবিধাজনক ছিল।

ইত্যবসরে শ্যামদেশের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় ব্রহ্মে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিল। এই সঙ্গে সমুদ্রবক্ষে ফরাসী সরকার প্রেরিত লুণ্ঠতরাজকারী জাহাজের কার্যক্রমে ও রেঙ্গুনস্থ কিছু ইউরোপীয়ের ব্যক্তিগত শত্রুতার ফলে মিশনের কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া কষ্টকর হয়ে উঠল। এই অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্খিত সুযোগে ফেলিক্স কিছুটা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম লাভ করলেন। এই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্যাপ্টেন ক্যানিংকে আভাস্থ রাজদরবারে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত সম্পর্কিত দৌত্যকার্যে প্রেরণ করলে, ফেলিক্স ক্যানিংয়ের সঙ্গে পেগু পর্যন্ত ভ্রমণের সুবিধা গ্রহণ করলেন। আবার ক্যানিংয়ের সহায়তায় মিয়োউনের শ্যামের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক অভিযানে ফেলিক্স শল্যচিকিৎসকরূপে মার্তাবান-গমনের অনুমোদনও লাভ করেন। মার্তাবান হ'তে ফেলিক্স সমুদ্রপথে রেঙ্গুন প্রত্যাবর্তন করলেন। এর অল্পকাল পরেই ঘটল তাঁর পুত্র উইলিয়ামের মৃত্যু যা তাঁর জন্য আরেকটি দুঃখজনক ঘটনা।[১৭] এই সময় ব্রহ্মদেশনিবাসী পাদ্রীগণ, যথা ফেলিক্স কেরী, চোটার ও অন্যান্য মিশনারীদের প্রচারকার্যের সম্যক নিষ্ফলতা সম্পর্কে ক্যাপ্টেন ক্যানিং তাঁর ধারণা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর মতে: "আভারাজ্যে মিশনারী কার্যাবলীর প্রচুর অবকাশ ও সুযোগ ছিল। অবশ্য বর্মীগণ বর্ণ বৈষম্যের জোয়াল হতে মুক্ত থাকাতে তাদের খুব অল্পসংখ্যকেরই ধর্মান্তরিত হবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং একাল পর্যন্ত ব্রহ্ম সরকার মিশনারীদের বিষয় নিস্পৃহ ছিলেন, কিন্তু তাঁরা (মিশনারীরা) যদি এখন

১৭। স্মিথ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫০—১৫১; পার্ন, পৃঃ ২৯—৩১।

দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন, তবে আমার মতে ব্রহ্মসরকার তাঁদের বৃটিশ সরকারের গুপ্তচর আখ্যা দিয়ে বিতাড়িত করবেন।"[২০]

ইতিমধ্যে অনুবাদকার্য যথাযথ চলছিল, এবং ফেলিক্সের বর্মীভাষার জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি বর্মী ও পালি ভাষায় দু'টি শব্দকোষ প্রণয়নের পরিকল্পনা করলেন। চেটার কর্তৃক বর্মী ভাষায় ধর্মপ্রচারকার্য চলতে থাকায় ক্রমশঃই অধিকসংখ্যক লোকজন প্রার্থনাসভায় সমাগত হতে আরম্ভ করল। আর ফেলিক্সের বাংলা ও হিন্দুস্তানীতে অনুষ্ঠিত প্রচার-সভায় কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক মিশন-ভৃত্য ও অন্যান্য লোক যোগদান করত। ফেলিক্সের চিকিৎসা-ব্যবসায়ও একই সঙ্গে চলতে লাগল। এর কিছুকাল পরে ১৮১০ সালে ভগ্নস্বাস্থ্য ও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারসামগ্রীর বর্ধিত মূল্যের ফলে চেটার ও তাঁর স্ত্রী রেঙ্গুন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির সদস্যদ্বয়ের একজন—ব্রায়ান—আমাশয় রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন এবং অন্যজন মিঃ প্রিচেট—চেটার-দম্পতির যাত্রার অব্যবহিত পরেই—ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করলেন।

ফলে ফেলিক্স সম্পূর্ণ একাকী হয়ে পড়লেন। এই নিঃসংগ জীবন যাপনের সময়ে তিনি তাঁর পিতার অনুমোদন নিয়ে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে কুমারী ব্ল্যাকওয়েলকে বিবাহ করলেন। এদিকে অনুবাদ-কার্যও যথারীতি চালিয়ে যেতে লাগলেন। এই সময়ে তিনি বর্মী-ইংরেজী শব্দকোষের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে এর বিন্যাস-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। পিতার উপদেশক্রমে তিনি লিখিত বাণীর অনুবাদ কার্যও আরম্ভ করেছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন এরপর রেঙ্গুনে একটি ছাপাখানা স্থাপনের কথা চিন্তা করছিলেন। ফেলিক্স অবশ্য ছাপাখানা স্থাপনের যৌক্তিকতার বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। তাঁর ভয় ছিল যে খামখেয়ালী বর্মী রাজকর্মচারীরা ঐ ছাপাখানা দখল করে তাঁদের নিজেদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে।

এই তরুণ মিশনারীর জীবনে নতুন বৎসরটি (১৮১২ খৃষ্টাব্দে) বেশ শান্তির মধ্যেই আরম্ভ হ'ল। তিনি বেশ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সংগেই বর্মী ও পালিভাষা শিক্ষা, অনুবাদ ও বর্মী-ইংরাজী শব্দকোষের পরিবর্ধনে ব্যাপৃত রইলেন।

২০। Bengal Political Consultation, 29th May 1810, No. 1.

ইতিমধ্যে তাঁর একটি পুত্র জন্মাল এবং সদ্যমৃত পুত্রের নামানুসারে এটিরও নামকরণ করা হ'ল উইলিয়াম। তবে এই শান্তিময় দিনগুলি আর বেশীদিন স্থায়ী হ'ল না।

আভ্যন্তরীণ বর্মীরাজসরকার ও ক্যাপ্টেন ক্যানিংয়ের মধ্যে বিরোধ বেধে উঠল। ক্যাপ্টেন ক্যানিং পূর্ববর্তী বৎসরের অক্টোবর মাসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে তৃতীয়বার দৌত্যকার্যে ব্রহ্মদেশে ছিলেন। যে সমস্ত মগ বাস্তুত্যাগী বিজেতা বর্মীদের অত্যাচারে আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করে আরাকান-সীমান্তের অপর পার্শ্ব চট্টগ্রাম থেকে গোলযোগ বাধাচ্ছিল তাদের কেন্দ্র করেই মনোমালিন্য আরম্ভ হ'ল। এ সমস্ত আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ যে ইংরেজ কোম্পানীর উস্কানী-প্রসূত নয়, ক্যাপ্টেন ক্যানিং আপ্রাণ চেষ্টা করেও বর্মী সরকারকে এই কথাটা বোঝাতে অপারগ হলেন। উত্তেজনা এতটা বৃদ্ধি পেল যে ক্যাপ্টেন ক্যানিং রেঙ্গুনস্থ বৃটিশ প্রজাদের নিরাপত্তায় সন্দিহান হয়ে তাদের বৃটিশ রণতরী আন্বয়নায় আশ্রয় নেবার নির্দেশ দিলেন। এমন কি বর্মীদের শুভানুধ্যায়ী ফেলিক্স কেরী স্বয়ং নিজ পরিবারসহ জাহাজে আশ্রয়লাভের জন্য আবেদন করতে বাধ্য হলেন। বর্মী সরকারী-নীতি অনুসারে নারী ও সোনারূপার ন্যায় বহুমূল্য ধাতু দেশ সীমার বাইরে প্রেরণ করা যেত না। ক্যানিং চিরাচরিত এই বর্মী রেওয়াজের কথা স্মরণ করে নিতান্ত অনিচ্ছায় ফেলিক্সকে এই অনুমতি দিলেন। ক্যানিং তদুপরি এ পরামর্শও দিলেন যে কেরী-দম্পতির ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়।

ফেলিক্সের পুরোনো বন্ধু রেঙ্গুনের মিয়োউন ইতিমধ্যে মিশনের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন এবং কেরী পরিবার রেঙ্গুনে প্রর্ত্যাবর্তন না করলে তাঁর মিশনে রাখা পুস্তকাদির ব্যবহারও নিষিদ্ধ করলেন। প্রায় দু'মাস পরে অবস্থা আবার স্বাভাবিক হয়ে এল। লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেঙ্গুনের মিয়োউন ফেলিক্স ও তাঁর পরিবারকে রেঙ্গুনের নিজ বাড়ী ফিরবার জন্য উৎসাহিত করলে।

মিয়োউনের আশ্বাস-পত্রটি নিম্নরূপ ছিল : "আমরা পেগুস্থ রাজপ্রতিনিধি ও রেঙ্গুন সরকারের সদস্যবৃন্দ একক এবং যুক্তভাবে শোয়েডাগন ফয়ার নামে বৃটিশ সরকারের দূত শ্রীযুক্ত ক্যাপ্টেন জে. ক্যানিং ও শ্রীযুক্ত এফ. কেরীর

পরিবারের প্রত্যেকের নিকট এই পবিত্র শপথ করছি যে তাঁরা নিরাপদে তাঁদের স্থলস্থ বসতভূমিতে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। বিপদাশঙ্কা করে যে তাঁরা ইতিপূর্বে জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, এজন্য প্রত্যাবর্তনের পর তাঁদের প্রতি কোনরূপ বিরাগ বা শত্রুতা পোষণ করা হবে না। আমরা আরও শপথ করছি যে আমরা তাঁদের এইরূপে রক্ষা করব যেন তাঁরা কখনই তাঁদের বাসস্থান ত্যাগ করে জাহাজে আশ্রয় নেন নাই। তদুপরি তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি অনতিবিলম্বে প্রত্যার্পণ করা হবে।"[২১]

বর্মী কর্তৃপক্ষ তাঁদের কথা রেখেছিলেন এবং ফেলিক্সকে পূর্বের ন্যায়ই সরকারী পত্রাদি অনুবাদের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। মিশনবাটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ফেলিক্স তাঁর কাজকর্ম আবার আরম্ভ করলেন বটে কিন্তু এর অত্যল্পকাল পরেই তিনি শ্রীরামপুর যাত্রা করলেন। শ্রীরামপুরে বর্মী ব্যাকরণের বিষয়টিসহ সেন্ট ম্যাথুর লিখিত খৃষ্টের বাণীর অনুবাদ, মুদ্রণ এবং ব্রহ্মীমিশন সম্পর্কে পরামর্শ ও অতি প্রয়োজনীয় বিশ্রাম-লাভ মানসে তিনি শ্রীরামপুরে গেলেন। শ্রীরামপুরে এডনিরাম জাড্সান নামক এক মার্কিন মিশনারী দম্পতির সংগে পরিচয় হলে তিনি এই দম্পতিকে ব্রহ্মদেশকেই তাঁদের কর্মস্থল নির্বাচন করে চেটার-দম্পতির ব্রহ্ম-ত্যাগের ফলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করতে অনুরোধ জানান। এর অল্পকাল পরেই তিনি আবার রেঙ্গুন প্রত্যাবর্তন করলেন এবং নও-মিশনারী নরমান কার নামক এক ভূতপূর্ব কেরানীকে সংগে নিয়ে গেলেন। প্রত্যাবর্তনকালে তাঁরা ব্রহ্মের রাজা ও এইন-শেনমিন বা সর্বজ্যেষ্ঠ রাজকুমার এবং রেঙ্গুনের মিয়োউন বা শাসকের সমীপে রেঙ্গুনে বর্মী ভাষায় ধর্মপুস্তক ছাপার জন্য একটি ছাপাখানা স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করে এক আর্জি সংগে নিলেন। এই আবেদনের পেছনে শ্রীরামপুরস্থ মিশনারীদের এই আশা লুকানো ছিল যে যদি বর্মী রাজা রাজধানী অমরাপুরায় একটি মুদ্রণালয় স্থাপন করতে হুকুম দেন, তবে সেখানেও ব্যাপ্টিস্ট শাখা-মিশন স্থাপন করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

২১। Bengal Political Consultation, 12th June 1812, No. 24, Enclosure 17.

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রেঙ্গুনে পৌঁছলে ফেলিক্স ও কার উভয়েই সাদর সম্বর্ধনা পেলেন এবং তাঁদের আবেদনও সহজেই মঞ্জুর হ'ল। এই বৎসরই মার্চ মাসে মিয়োউন একজন জাহাজী ক্যাপ্টেনকে কলকাতা থেকে একটি ছাপাখানা, মুদ্রণের টাইপ, একজন কম্পোজিটার ও একজন সহকারীকে রেঙ্গুনে আনবার ফরমায়েশ দিলেন।

ডিসেম্বর মাসে ছাপাখানা এসে পৌঁছালো। অনুবাদক ও মুদ্রাকর ফেলিক্স এই ছাপাখানার মাধ্যমে সমস্ত বর্মীভাষা ও উপভাষায় মুদ্রণের বিরাট সম্ভাবনার বিষয় উপলব্ধি করলেন। পৌণা জাতির কথিত ও লিখিত "কাসে" নামে উক্ত ভাষা এবং ব্রহ্মে বসতিকারী মণিপুরীদের ভাষাও বাংলা হরফে মুদ্রণ সম্ভব বলে তাঁর মনে হল। বিভিন্নরূপী ও আঞ্চলিক উপভাষা সম্পর্কেই কিছুটা অসুবিধা ছিল। ওদিকে বিভিন্ন কথ্যরূপ থাকলেও আরাকানী ভাষার লিখনপদ্ধতি বর্মীভাষার অনুরূপ হওয়ায় এটা সম্বন্ধে তেমন অসুবিধার কারণ ছিলনা। মার্তাবানের দক্ষিণে টেনাসেরিম উপকূলবাসী তেলাইং অধিবাসীদের জন্য তেলাইং ভাষা অনুবাদের চাহিদা সত্ত্বেও পেগু-সংলগ্ন স্থানসমূহের তেলাইং অধিবাসীরা বর্মীভাষা জানায় তাদের জন্য কোনও পৃথক বন্দোবস্তের প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য শ্যামদেশীয় ভাষার জন্যও অনুবাদের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য ছিল।

বৎসর শেষ হবার আগেই রুগ্ন কার শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্তন কলেন। তাঁর শূন্যস্থান অধিকার করলেন পূর্বোল্লিখিত জাড্‌সন দম্পতি। এই সময়ে ফেলিক্স অমরাপুরায় এক-নিবিষ্ট মনে সরকারী কাজে ব্যাপৃত থাকায় জাড্‌সন মনে মনে অত্যন্ত নিরুৎসাহ হলেন। তিনি শ্রীরামপুর অভিযোগ পাঠালেন যে ফেলিক্স তাঁর ধর্মপ্রচার কার্যের অবহেলা করে অন্য কাজে লিপ্ত হয়েছেন এবং এ যাবৎ একজন মাত্র বর্মীকেও খৃষ্টের নামে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হননি।

৫ ॥ "রাজদূত" ফেলিক্স ॥

শীঘ্রই টিকাদাতা হিসাবে ফেলিক্সের ডাক পড়েছিল। এইন-শে-মিন বসন্তের প্রতিষেধক টিকা নিতে ইচ্ছুক হওয়ায় মিশনারী ফেলিক্সকে রাজধানীতে তলব করা হয় এবং রেঙ্গুন সরকার তাঁকে হাতখরচ দিয়ে নৌকাযোগে রাজধানীতে

পাঠিয়ে দিতে আদিষ্ট হ'ল। এ সময়ে ফেলিক্সের পুঁজিতে কোনরূপ টিকা-বীজ না থাকা সত্ত্বেও তিনি রাজদরবারে ছাপাখানা-স্থাপন ও মিশনের নানাবিধ স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে তড়িৎগতিতে অমরাপুরায় উপস্থিত হলেন এবং অক্টোবর মাসের পূর্বে তাঁর রেঙ্গুন ফেরা আদৌ সম্ভব হ'ল না। তিনি কিন্তু এইবার রাজসভা থেকে রাজা সিপ্পে[২২] খেতাব নিয়ে সগৌরবে সোনালী রঙে রঞ্জিত রাজনৌকাযোগে ফিরে এলেন। অবশ্য ফেলিক্স এখন বর্মী পোশাক পরিধানে অনুরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, এ পরামর্শ প্রত্যাখান করলেন। ফেলিক্স যখন তাঁর জীবনের এইসব সাম্প্রতিক ও বিচিত্র ঘটনাবলী শ্রীরামপুরে তাঁর পিতাকে লিখে জানালেন, তখন বৃদ্ধ কেরী মনে মনে অসুখী হয়ে উঠলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে নিয়তি ধীরে ধীরে তাঁর পুত্রকে তাঁদের ঈপ্সিত দরিদ্র ধর্মনিষ্ঠ প্রচারকের জীবনপথ থেকে সরিয়ে নিয়ে চলেছে। ব্রহ্ম রাজদরবারের কার্যোপলক্ষে এরপরই ফেলিক্সকে বাংলা দেশে প্রেরণ করা হ'ল। নতুন ও তাজা টিকা-বীজ সংগ্রহের জন্য তিনি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাংলায় পৌঁছালেন। কথা ছিল, পরে ব্রহ্মদেশে প্রত্যাবর্তন করে তাঁকে টিকাবীজ ও স্থাপনের জন্য মুদ্রাযন্ত্রসহ অমরাপুরা যেতে হবে। শ্রীরামপুরে পৌঁছে তাঁর ব্যক্তিগত গুরুত্ব বুঝাবার জন্য ফেলিক্স তাঁর ১৫জন বর্মী অনুচরসহ কারণে অকারণে হৈ চৈ করে চলাফেরা করতে লাগলেন। একজন বর্মী রাজকর্মচারীর উপযুক্ত আচার ব্যবহার ও চলাফেরা কিরূপ হ'তে পারে, এ বিষয় ওয়াকিফহাল হবার জন্য তিনি তাঁর পুরোনো বন্ধু ক্যাপ্টেন ক্যানিংয়ের পরামর্শও নিলেন। তাঁর এই প্রকার চাল-চলনে কিন্তু শ্রীরামপুরস্থ মিশনারীদের মনে বিরূপ ধারণা জন্মাল। তাঁর পিতা উইলিয়াম কেরী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে লিখলেন: "বর্মী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত

২২। পানে'র মতে এই খেতাবের অর্থ ছিল "রাজকীয় চিকিৎসক"। তিনি বলেন প্রকৃত-পক্ষে উপাধিটি হবে "রাজা তাপ্পি" (Yaja Thappi)। কিন্তু বর্তমান লেখকের মতে এ সংজ্ঞা ভুল। খুব সম্ভবতঃ "ইয়গা-সে-পে" -(Yawga-Say-Pe) অর্থাৎ রোগের ওষুধদাতা বা চিকিৎসককে ফেলিক্স কেরী "রাজ সিপ্পে" বলে ধরে নিয়েছিলেন।

সম্মানে তার আত্মার কোনও উপকার হয়নি। ফেলিক্স পূর্বে সকলের নিকট যেরূপ সম্মান পেত এখন অবশ্যই ততখানি সম্মান পাচ্ছেনা।"[২৩]

অতিশয় মুল্যবান টিকাবীজ নিয়ে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রেঙ্গুন পৌঁছাবার অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় টিকাবীজসহ উজানপথে ২৩শে মে তারিখে অমরাপুরা-অভিমুখে যাত্রা করলেন। এরপর অল্পসময়ের জন্য রেঙ্গুনে ফিরে তিনি স্ত্রী ও দাসদাসীসহ পুনরায় ২০শে আগস্টে অমরাপুরা যাত্রা করলেন। রেঙ্গুনের মিশনের ভার জাড্‌সন দম্পতির উপর অর্পণ করে এবং রাজধানীতে একটি শাখামিশন স্থাপন করে তিনি সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনা ফেলিক্সকে অনুসরণ করে চলল। ইরাবতী নদীতে উজান পথে যাবার সময় ৩০শে আগস্ট তাঁর নৌকা প্রবল ঝড়ে উল্টিয়ে গেল এবং তাঁর হতভাগ্য স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি প্রাণ হারালেন এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তিও বিনষ্ট হ'ল। একমাত্র ফেলিক্স কোনরূপে প্রাণে রক্ষা পেয়ে ২৫শে সেপ্টেম্বর অমরাপুরায় উপস্থিত হ'লেন।[২৪] বর্মী রাজা ও রাজকুমার তাঁর প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করে তাঁকে প্রচুর অর্থসাহায্য করলেন। রাজা বা রাজকুমারের ফেলিক্সকে সাহায্যের উদ্দেশ্যই ছিল যেন তিনি হৃষ্টচিত্তে রাজকার্য্য তথা সরকারের অনুবাদকার্যের ভার গ্রহণ করেন। সুতরাং নিয়তির কুটিল পরিহাসে মিশনারী পাদ্রী রাজকর্মচারীতে রূপান্তরিত হলেন। কলকাতার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী-সরকারের নিকট প্রদর্শন করবার জন্য তিনি যথাক্রমে রাজার ব্যক্তিগত বার্তা ও প্রধান মন্ত্রীর মারফৎ হ্লুট-ডর সরকারী পত্র গ্রহন করলেন।[২৫] ফেলিক্স ধারণা করে নিলেন যে তাঁকে রাজদূত হিসাবে কলকাতা পাঠানো হচ্ছে। সুতরাং তিনিও প্রতিদানে ব্রহ্মরাজের নিকট হতে বর্মী ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ভাষায় ধর্মপুস্তিকা মুদ্রণের অনুমোদন আদায় করে নিলেন।

২৩। পার্ন, পৃঃ ৫২।

২৪। Periodical Accounts, Vol. V, p. 506.

২৫। ফেলিক্স কেরীর ডায়েরী, ২৫শে সেপ্টেম্বর-২০শে অক্টোবর, ১৮১৪; পার্ন, পৃঃ ৫৭–৬০ ও দেখুন।

দুর্ভাগ্য তখনও এই ভূতপূর্ব মিশনারী "রাজদূতে"র পিছু ত্যাগ করেনি। কলকাতার পথে রেঙ্গুন ফেরার কালে তাঁর মালপত্র নৌ-দস্যু কর্তৃক প্রথমে লুণ্ঠিত হয় এবং এর অব্যবহিত পরেই তাঁর অবশিষ্ট জিনিষপত্র ও ছাপার হরফ নদীর জলে ডুবে যায়। ডাকাতির সময়ে মুদ্রাযন্ত্রটিও বিনষ্ট হয়েছিল। এই দুর্ঘটনার পর ফেলিক্সের রেঙ্গুন-প্রত্যাবর্তনে তাঁর বন্ধু বান্ধব ও সহকর্মীদের মনে মিশ্রিত মনোভাবের সৃষ্টি হ'ল। এমন কি সংবাদ পেয়ে তাঁর পিতা তাঁর বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক ডাঃ রাইল্যাণ্ডকে লিখলেন: "ফেলিক্স মিশনারী হতে সঙ্কুচিত হয়ে রাজদূতে রূপান্তরিত হয়েছে।" ফেলিক্স নানাবিধ মন্তব্য ও সমালোচনায় তিক্ত হয়ে লিখলেন: "এখন হতে জীবনধারণের জন্য ভবিষ্যতে কখনই এঁদের (মিশনারী ব্যাপ্টিস্টদের) কাছে অর্থসাহায্য গ্রহণ করব না।"[২৬]

ইত্যবসরে ফেলিক্সকে দূত হিসাবে কলকাতা প্রেরণ করে অধিক পরিমাণে ঔষধ ও ছাপাখানার সাজ-সরঞ্জাম ও সম্ভব হলে একটি ছাপাখানাও নিয়ে আসবার জন্য বর্মী সরকার একটি জাহাজ প্রস্তুত করছিলেন। অন্যদিকে ফেলিক্স আবারও বিবাহের চিন্তা করতে লাগলেন। এবার ফরাসী বংশোদ্ভূতা তাঁর মনোনীতা পাত্রীটির বয়স ছিল মাত্র ১৫ বৎসর। মার্চের শেষে রেঙ্গুন ত্যাগ করে কলকাতা পৌঁছালে গজদন্তখচিত বিরাট লাল ছাতার নীচে ফেলিক্স ও তাঁর বিচিত্রবেশধারী পনের জন বর্মী অনুচর দলটি বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। কলকাতা-যাত্রার পূর্বেই ফেলিক্স বর্মী রাষ্ট্রদূত হিসাবে তাঁর আগমনের সংবাদটি সুস্পষ্টভাবে কলকাতার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন। এই সংবাদবাহী পত্রটির ভাষা ছিল এই: "যেহেতু এর পূর্বে কোনও বর্মী রাষ্ট্রদূত এত সম্মানের সহিত ভারত সরকার সমীপে প্রেরিত হ'ননি—সেইজন্য আমি আশা করি যে আমার পদমর্যাদানুসারে আমার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হবে এবং যথোপযুক্ত স্থানে আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট করা হবে।"[২৭] ভারত এবং ব্রহ্ম সরকারের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় করাই এই দৌত্যের প্রধান উদ্দেশ্য বলে ফেলিক্স বিবৃতি

২৬। পার্ন, পৃঃ ৬২—৬৩।

২৭। ঐ, পৃঃ ৬৫।

দিলেন। ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভিত্তিতেই কেরী ও তাঁর অনুচরদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হল।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে ফেলিক্স আনুষ্ঠানিকভাবে কোম্পানী সরকার সমীপে তাঁর দলিলপত্র পেশ করলেন। কিন্তু এগুলি পাঠ করার পর এক হাস্যকর পরিস্থিতি উদ্ভূত হ'ল। দেখা গেল যে ফেলিক্সকে যে কারণে এই "দৌত্যে" প্রেরণ করা হয়েছে তা এমন মারাত্মক কিছু নয়। তা কেবল হিন্দু-ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত বাংলা দেশে সহজলভ্য প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন লেখা ও ধর্মীয় পুস্তক সংগ্রহের অনুরোধ মাত্র এবং এই কারণেই কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছিল।

ফলে অতি স্বাভাবিকভাবেই প্রেসিডেন্সির সহ-সভাপতি ও কাউন্সিল ফেলিক্সকে রাজদুত হিসাবে গণ্য করতে অস্বীকার করলেন। এই ব্যাপারে যে গোলযোগের উৎপত্তি হয় অবশেষে গভর্ণর-জেনারেলের হস্তক্ষেপে তা নিষ্পত্তি হ'ল। গভর্ণর-জেনারেল স-কাউন্সিল সহ-সভাপতির অভিমতই গ্রহণ করলেন। এইরূপ অখ্যাতি অর্জন ছাড়াও ফেলিক্সের অন্য কোনরূপ অসাধু উদ্দেশ্য আছে বলেও সন্দেহ করা হল। প্রকৃতপ্রস্তাবে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বারাণসী ভ্রমণরত বর্মী দূতবৃন্দ স্থানীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার ও আবার রাজপ্রাসাদের জন্য কিছু হিন্দু রমণী অপহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল। ফেলিক্সের কলকাতায় থাকাকালীন তাঁর ভাতার পরিমাণও গভর্ণর-জেনারেলের আদেশক্রমে ছয়মাস পরে হ্রাস করা হল। এদিকে আবার ফেলিক্স এক দীর্ঘ তালিকায় একটি জীবন্ত সিংহসহ একজোড়া উটপাখী, দুটি চার চাকাওয়ালা গাড়ী, মুদ্রাযন্ত্র, কম্পোজিটার ও ঢালাই-কারী ব্রহ্মে প্রেরণের জন্য কোম্পানীর নিকট চাইলেন। উপরোক্ত জিনিষগুলি কেনা অথবা ভাড়ার জন্য ব্রহ্মদেশ থেকে টাকা না পৌঁছানো পর্যন্ত তিনি কোম্পানীর কাছে পনের হাজার (১৫০০০) টাকা ধার চাইলেন। রাষ্ট্রদুত হিসেবে আরেকটি লিখিত পত্রে এই দাবীও করলেন যে তাঁর শ্বাশুড়ী ও শ্যালিকাগণ ও তাঁদের সন্তান-সন্ততি ও দাসীদিগকে বর্মাদেশে ফেরৎ পাঠানোর জন্য তাঁর হাতে সমর্পণ করা হোক।

এর কারণ দর্শিয়ে তিনি বললেন যে ওঁরা বর্মী রাজের প্রজা এবং যেহেতু রাজদরবারের কোনরূপ অনুমোদন না নিয়েই তাঁরা ঐ দেশ ত্যাগ করছেন সেই জন্য তাঁরা সে দেশে ফিরতে বাধ্য। এই শেষ প্রস্তাবটিতে তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হল। তিনি যে শুধু মহিলাদের প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করতে চেয়েছেন তা নয় বরং তাঁর অনুরোধপত্রে ব্যবহৃত ভাষা ও সম্বোধনও আপত্তিজনক বলে গণ্য হ'ল। ফলে অসন্তুষ্ট "রাজদূত মহাশয়" ও তাঁর দলটি ১৫ই অক্টোবর কলকাতা ত্যাগ করলেন।[২৮] কলকাতায় প্রাপ্ত এই অপ্রত্যাশিত রূঢ় ব্যবহারে ফেলিক্সের রাজদূত হওয়ার স্বপ্ন অচিরে ধূলিসাৎ হল। হাতীর দাঁতে মণ্ডিত লাল ছাতা, সোনালী পানদান এবং সম্মানসূচক তরবারির মালিক হওয়া সত্ত্বেও "রাজা সিপ্পে" বাস্তবক্ষেত্রে রাষ্ট্রদূত হ'তে পারলেন না। ফেলিক্সের এই বাস্তব-বুদ্ধিহীন আচরণের মূল সম্পর্কে পার্ন বলেন, যেহেতু তাঁর মা-ও মানসিক রোগে ভুগে-ছিলেন সেই কারণে সম্ভবতঃ তাঁর চরিত্রেও এরূপ লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আমাদের মতে তাঁর লঘুমতি, অস্থিরচিত্ততা ও দাম্ভিক অহমিকাই তাঁকে ভুল পথে চালিত করেছিল। আরও একটি সম্ভাব্য কারণ ছিল হয়ত এই যে রাজ সন্দর্শনে ফেলিক্স রাজার গূঢ় উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল অর্থ করেছিলেন।[২৯] শূন্যহস্তে অমরা-পুরায় প্রত্যাবর্তন করলেও বর্মী সরকার ফেলিক্সের প্রতি অসন্তুষ্ট হ'লেন না বরঞ্চ অতি সত্বরই তাঁকে আবার কলকাতা প্রেরণ করলেন। কিন্তু এবারও কলকাতায় তিনি তেমন কিছু কাজ করতে পারলেন না। অধিকন্তু তিনি বেশ কিছু ঋণে জড়িয়ে পড়লেন। ফলে ব্রহ্মদেশে তাঁর আশু প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কোনও অব্যক্ত কারণে বর্মী সরকারের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য বেড়ে গেল। সুতরাং তিনি আর সে দেশে ফিরে যেতে রাজী হলেন না। কলকাতা ত্যাগ করে জাহাজে রেঙ্গুন না গিয়ে তিনি স্থলপথে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থান পর্যটন করতে লাগলেন। কাছাড়ে পৌঁছে তিনি সেখানে কিছুদিন অবস্থান করলেন ও সেই সময়ে কাছাড়ের রাজা ও সিলেটের ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্যে

২৮। পার্ন, পৃঃ ৭২।

২৯। ঐ, পৃঃ ৭২–৭৩।

যোগাযোগ ও সমঝোতা স্থাপনের বিশেষ চেষ্টা করলেন। তবে এই ধরনের নিরুদ্বেগ, নিরঙ্কুশ ভাসমান জীবন আপাতঃদৃষ্টিতে যতই আনন্দদায়ক হোক না কেন স্থায়ীভাবে সেরূপ জীবনযাপন সম্ভব ছিল না। কাজে কাজেই ফেলিক্সও তাঁর পিতার মধ্যস্থতায় একটি উপযুক্ত চাকরীর সন্ধান করতে লাগলেন।

কাছাড়-বাসে ক্লান্ত হয়ে ফেলিক্স পুনরায় তাঁর যাত্রা আরম্ভ করলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ তারিখে তিনি বরিশালে উপনীত হলেন এবং জানতে পারলেন যে সম্প্রতি তাঁর পুরাতন বন্ধু ও উপদেষ্টা ওয়ার্ড চট্টগ্রামের পথে সেই স্থান ত্যাগ করেছেন। ফেলিক্স চট্টগ্রামে ওয়ার্ডের অনুগমন করলেন। সেখান থেকে তিনি ওয়ার্ডের রামুর সন্নিহিত মঘ এলাকা ভ্রমণের সঙ্গী হলেন। অবশেষে যতদিন না উপযুক্ত কোন কাজ জোটে ততদিনের জন্য অদূরদর্শী পুত্রটি নিজের আত্মীয়-স্বজন দেখবার জন্য শ্রীরামপুরে তাঁর পিতার নিকট ফিরে যেতে চাইলেন। তখন তাঁর সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ছবি মোটেই আশাপ্রদ ছিল না। পার্ন লিখেছেন, "তিনি দেখলেন তাঁর ভবিষ্যত অন্ধকার…তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর সমস্ত আশা ও সুনাম বিসর্জন দিয়ে, পুনরায় মিশনের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাঁর পিতা তাঁকে এই বলে সাবধান করে দিলেন যে তিনি নিজে তেমন কিছু সাহায্য করতে পারেন না,—আর সরকারও তার জন্য কিছু করবেন না। মিশনও ফেলিক্সকে বিশেষ ভাল দৃষ্টিতে দেখছেন না।"[৩০]

৬ ॥ জীবনের শেষ অধ্যায় ॥

দমিত ও হতোদ্যম হয়ে যে কোন কাজ গ্রহণ করবার ইচ্ছা নিয়ে ফেলিক্স শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয়ে একটি গোপন আশা লুকিয়ে ছিল যে তাঁকে হয়তো অবমাননাকর কোনও ছোট পদে নিযুক্ত করা হবে না। তিনি প্রস্তাব করলেন যে তাঁকে যেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মিশন স্কুলের অধ্যক্ষ ও অনুবাদক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাঁকে সামান্য

৩০। ঐ, পৃঃ ৮৪।

মাসিক বেতনে প্রুফ পড়া ও সংশোধনের কাজে মুদ্রণ-অফিসে একজন সহকারীর কার্য দেওয়া হল। তাঁকে এখন আর সেই উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মিশনারীদের একজন বলে ধরা হ'ল না। এই নগণ্য চাকরীতে তিনি তাঁর জীবনের অবশিষ্টাংশ কায়ক্লেশে যাপন করলেন। শেষদিনগুলো হতাশা ও বিফলতাপূর্ণ হ'লেও পিতার অধীনে অতিবাহিত তাঁর এই কয়টি বৎসর সম্পূর্ণ বিফল যায়নি। প্রকৃত প্রস্তাবে এই অল্প সময়েই লেখক, সংকলক ও অনুবাদক হিসেবে তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছেন, তা তাঁর সমস্ত জীবনের মিশনারী, মুদ্রাকর ও অনুবাদকের কার্যকে অতিক্রম করে গেছে। তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ের অনুবাদ ও সংকলন-কার্যই তাঁর জন্য অমর যশ আহরণ করেছে।

ফেলিক্সের দ্বিতীয় দৌত্যকার্যে কলকাতায় উপস্থিতি এবং এর পরবর্তী ভবঘুরে জীবনযাপনকাল প্রায় চার বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। এ সময়ে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানাদি নিদারুণ আর্থিক এবং সাংসারিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। ফেলিক্স-দম্পতির রেঙ্গুনস্থ বন্ধুরা ফেলিক্সের বাংলাদেশে রয়ে যাবার সিদ্ধান্ত অবগত হয়ে একে একে তাঁর তরুণী ও অসহায়া স্ত্রীকে নিঃসংগ অবস্থায় পরিত্যাগ করে গেলেন। উত্তরকালের জন্য ফেলিক্স যে অবদান রেখে গেছেন সে বিষয়ে পার্ন বলেছেন: "তাঁর কাজের পরিমাণ জেনে অবাক না হয়ে পারা যায় না। এর ফলে তাঁর সম্পর্কে একমাত্র মত দেওয়া যায় যে তিনি অত্যন্ত করিতকর্মা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এটা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং তাঁর অস্থিরচিত্ততা এই—উভয়ের অশুভ যোগাযোগের ফলে তাঁর কর্মক্ষমতার অপচয় ঘটেছিল।"[৩১]

ফেলিক্স পথিকৃত হিসেবে যে পথ দেখিয়েছিলেন প্রধানতঃ তার ওপরে ভিত্তি করেই মিশনারীরা বর্মী ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করেছিলেন। একই রকমভাবে চেটার এবং ফেলিক্স ধর্মান্তরিতকরণের যে প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন তারই ফলে তাঁদের উত্তরসূরী আমেরিকান ধর্মপ্রচারকদের খৃষ্টবাণী প্রচারের চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়।

৩১। পার্ন, পৃঃ ৮৭।

ফেলিক্স ধর্মপ্রচারকের বৃত্তি ত্যাগ করায় তাঁকে অত্যন্ত তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবে ত াঁর সপক্ষে এ কথা বলা চলে যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেও খৃষ্টের বাণী-প্রচারে সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। এ পথ ত াঁর জন্য বিশেষ দুরূহ ছিল এবং ত াঁর কর্মক্ষেত্রও ছিল অনুর্বর ও অনুপযুক্ত। এ পথ থেকে সরে এসে হয়তো তিনি সমীচীন কাজই করেছিলেন। যদিও ত াঁর চিত্ত বৈষয়িক বৈভবের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হওয়ার ফলে ত াঁর জীবনে নেমে এসেছিল এক দুঃখময় পরিসমাপ্তি।

বন্ধুহীনা, ভীতা, বিহ্বল এবং অর্থক্লিষ্ট তরুণী ত াঁর স্বামীর অবিমৃষ্যকারিতার দরুন অত্যন্ত কষ্টে জীবন যাপন করে থাকেন। পূর্বোল্লিখিত ব্রহ্মদেশ থেকে স্ত্রীলোকদের নিষ্ক্রমণ-বিরোধী আইন, আর্থিক দুর্দশা ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য তাঁর পক্ষে ব্রহ্মদেশত্যাগ আদৌ সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। ত াঁর দুঃখের দিনে কেবলমাত্র ত াঁর দয়ালু শ্বশুরই তাঁর কথা স্মরণ রেখে মাঝে মাঝে আর্থিক সাহায্য করতে লাগলেন।

ফেলিক্স-পত্নীর সর্বশেষ পরিণতির কথা না জানা গেলেও অনুমিত হয় যে তিনি অল্পকাল পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন, কারণ কিছুদিন পরেই ফেলিক্স তাঁর চতুর্থ পত্নী শ্রীমতী অ্যামেলিয়া পোপকে বিবাহ করেন। কলকাতায় এই বিবাহে সমাগত অতিথিদের মধ্যে ডাঃ কেরী এবং ফেলিক্সের এক ভাইও উপস্থিত ছিলেন।

ফেলিক্সের জীবন-দীপ ক্রমশঃ নিভে আসছিল। তিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হলেন। রোগের সংগে এই শেষ সংগ্রামে তাঁর চিকিৎসকেরা জীবনের খুব ক্ষীণ আশাই দিতে পারলেন। চীন-ভ্রমণ বা আবহাওয়ার পরিবর্তনে হয়তো উপকার হতে পারে, এ উক্তি তাঁরা করলেন বটে, কিন্তু এ ব্যবস্থাও করা সম্ভব হয় নি। অবশেষে ১০ই নভেম্বর পিতার নাম উচ্চারণ করতে করতে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

এইরূপে একটি উজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্বের অবসান হ'ল। তাঁর অস্থিরচিত্ততা, অদূরদর্শিতা এবং অবিমৃষ্যকারিতা এই সবকিছুর ঊর্ধ্বে ফেলিক্স কেরী ছিলেন বহু গুণাবলী-বিশিষ্ট এক মহান পুরুষ।

৭ ॥ গ্রন্থকার, সংকলক ও অনুবাদক ॥

ফেলিক্স সবার চোখে নিন্দিত, অনাদৃত ও হেয় প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। কৃতী পিতার সমতুল্য না হলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ফেলিক্সের অবদান নিতান্তই অবহেলিত হয়েছে। এমন কি শ্রীরামপুরের বার্ষিক বিবরণগুলিতেও তাঁর বর্মীভাষা অনুশীলন সম্পর্কে সামান্য উল্লেখ মাত্র আছে অথচ তাঁর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর বিষয় একেবারেই উল্লেখিত হয়নি।[৩২]

বিভিন্ন প্রাচ্যভাষা, প্রধানতঃ সংস্কৃত ও বাংলা এবং কিছু পরিমাণে পালি ও বর্মীভাষা চর্চার ক্ষেত্রে ফেলিক্স কেরী যে কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতি অল্প বয়সে শিখতে আরম্ভ করে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দেন তাতে অনেক যোগ্য ব্যক্তির প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উইলিয়াম ওয়ার্ড ছিলেন অন্যতম। তাঁর সমকালীন এবং পরবর্তী কালের লেখকগণ বার বার একথা উল্লেখ করেছেন যে তৎকালীন বাংলাদেশবাসী ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনি সম্ভবতঃ সবচেয়ে সুদক্ষ বঙ্গভাষাবিদ ছিলেন। সেই সংগে সংস্কৃত ভাষায় ও পালিভাষায় মোটামুটি গভীর জ্ঞান থাকার ফলে তাঁর পক্ষে ভাষা-শিক্ষার দুরূহ পথও অতি সহজ বোধ হয়েছিল। মিশনারী কাজকর্মের প্রয়োজনেই তাঁর পিতার ন্যায় তাঁরও নানা ভাষায় দক্ষতালাভের প্রয়োজন হয়েছিল। ধর্মান্তরিতকরণের ব্যাপারে অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত দেশীয় লোকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের জন্য এর প্রয়োজন হয়েছিল। এর কারণ এদেশীয় জনসাধারণ শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা জানত না। উইলিয়াম কেরী এবং ফেলিক্স উভয়েই হিন্দু ধর্মশাস্ত্র-পাঠের জন্য সংস্কৃত শিখেছিলেন। অবশ্য হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদ করাই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

স্বাভাবিকভাবেই ফেলিক্স অত্যন্ত উৎসাহের সাথে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। শ্রীরামপুর মিশনে অনুবাদক ও মুদ্রাকর হিসেবে ফেলিক্সের জন্য সংস্কৃতজ্ঞানের প্রভূত মূল্য থাকলেও নিছক ধর্মপ্রচারক হিসেবে এই জ্ঞান তেমন কাজে লাগত না। ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে মদনাবাটীতে শেখা গণভাষা বাংলাই তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

৩২। The Story of Serampore and its College, 3rd ed., Serampore, 1961.

তবে তাঁর সংস্কৃতের জ্ঞান মোটেই বিফলে যায়নি, কারণ ব্যুৎপত্তি থাকার ফলেই তিনি লিখিত বাংলা ভাষা সহজেই আয়ত্ত করতে সক্ষম হ'ন। সংস্কৃতের মাধ্যমে শেখা বাংলা যে সব সময়ে খুব সাফল্যজনক হয়নি তা বোঝা যায় তাঁর প্রথম দিকের বাংলা অনুবাদের বিরূপ সমালোচনা থেকে।

সংস্কৃতে ব্যবহৃত দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দাবলী ব্যবহার করায় তাঁর লেখা বাংলা ভাষা সাধারণ লোকের জন্য অত্যন্ত কন্টকাকীর্ণ ও সংস্কৃতবহুল হয়ে পড়ে। তাঁর পূর্বসূরী মিশনারীদের ও তাঁর লেখা বাংলাকে "শ্রীরামপুরী বাংলা" বলে অভিহিত করা হ'ত। এমন কি স্বয়ং উইলিয়াম কেরীও এই রকম সংস্কৃত-বহুল বাংলা ব্যবহার করার ফলে সমালোচনার হাত থেকে রক্ষা পাননি। আগে তিনি তাঁর প্রথম বাংলা শিক্ষক এবং সহকারী রামরাম বসুর প্রভাবে সরল বোধ্য ভাষায় অনুবাদ করতেন। পরবর্তীকালে তাঁর বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষক ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালকারের প্রভাবে বাই-বেলের বাংলা অনুবাদ অত্যন্ত সংস্কৃতবহুল ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছিল।[৩৩]

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ লিটারারী গেজেটে (Literary Gazette) লিখিত এক নিবন্ধে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের সমালোচনায় শ্রীরামপুরের বাংলা সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করেছেন ঃ শ্রীরাম-পুরের মিশনারী সাহেবেরা ইহার পূর্ব্বে গদ্যরূপে ধর্মপুস্তক তরজমা করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ তরজমা ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার রীত্যানুযায়ী হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বোধগম্য হইত না।...(কাশীপ্রসাদ ঘোষ কহেন যে) শ্রীরামপুরে বাঙ্গলা ভাষায় যত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সকলি দোষযুক্ত এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা শ্রীরামপুরের বাঙ্গলা বলিয়া দোষোল্লেখ করেন।

একই সূত্রে কাশীপ্রসাদ ঘোষ গোল্ডস্মিথের লেখা এবং ফেলিক্সের অনূদিত ইংলণ্ডের ইতিহাসের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। প্রধানতঃ বৃটিশ নাম ও উপাধির অনুবাদ এবং "সমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্যরচনার" বিরুদ্ধে কাশীপ্রসাদ তাঁর

৩৩। সুকুমর সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৭০, পৃঃ ১১।

সমালোচনা-বাণ হেনেছিলেন। তুলনামূলক উদাহরণ হিসেবে সমালোচক রাম-মোহন রায় কর্তৃক কয়েকটি সরল ও শুদ্ধ অনুবাদের উল্লেখও করেছিলেন।

শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত মিশনারী পত্রিকা 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদক স্বাভাবিকভাবেই ফেলিক্সের পক্ষ সমর্থন করতে এগিয়ে এলেন। ফেলিক্সের অনুবাদের দোষ স্বীকার করে তিনি লিখলেন যে লিখিত ও কথিত বাংলা ভাষা ও বঙ্গীয় আচার-ব্যবহার সম্পর্কে ফেলিক্সের প্রভূত জ্ঞান ছিল এবং সমসাময়িক জীবিত ইউরোপীয়দের মধ্যে সুললিত বাংলা রচনায় তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। 'সমাচার দর্পণ' একথাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন যে সংস্কৃত শব্দ ও বাক্যাংশের বাহুল্যের ফলেই তাঁর অনূদিত ইংলণ্ডের ইতিহাস জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। অবশ্য ফেলিক্স কর্তৃক গোল্ডস্মিথের লেখা বৃটিশ ভারতের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত অনুবাদটি এমন কি কাশীপ্রসাদ ঘোষেরও প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এই পুস্তকটি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ফেলিক্সের মৃত্যুর পর ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কাশীপ্রসাদ ঘোষের মতে উক্ত পুস্তকটি এ পর্যন্ত প্রকাশিত সমস্ত বাংলা গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম উৎকৃষ্ট বই ছিল। এর ভাষা অত্যন্ত শুদ্ধ এবং বাঙালীদের বোধগম্য ছিল। কাশীপ্রসাদের এই মন্তব্যের উল্লেখ করে 'দর্পণ'-সম্পাদক কিছুটা বিদ্রূপের সুরেই লিখলেন যে সমালোচক-প্রবর শ্রীরামপুরের ইংরেজী-ঘেঁষা দুর্বোধ্য বাংলার বিপক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন তিনি নিজের কথায়ই তা খণ্ডন করেছেন। এর কারণ হিসেবে সম্পাদক বললেন যে মুদ্রণকার্য ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টার ফলে পূর্বোক্ত পুস্তকের আখ্যাপত্রটি বাঁধাই করা বইয়ে সংযুক্ত হতে পারে নি, যার ফলে হয়ত কাশী বাবু বইয়ের অনুবাদকে সনাক্ত করতে না পেরে তাঁর অনুবাদের প্রশংসাই করেছিলেন।[৩৪]

৩৪। সমাচার দর্পণ, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০; ঐ ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৩০, (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৩৯, পৃ: ৪৪—৪৯ দ্রষ্টব্য।) কাশীপ্রসাদ ঘোষ হিন্দু কলেজের একজন বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। ১৮৪৬ সন থেকে ১৮৫৭ সন পর্যন্ত তিনি সুবিখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র The Hindu Intelligencer-এর সম্পাদনা করেন। তিনি সেকালে গদ্য ও পদ্য লেখক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

সমকালীন বিবরণ থেকে জানা যায় ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর তারিখে ফেলিক্সের অকালমৃত্যুর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল তাতে তাঁর বর্মী ও বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও সংকলনের তালিকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই তালিকায় নিম্নবর্ণিত বাংলা গ্রন্থসমূহের উল্লেখ ছিল, যথা : প্লেট সহ অক্টেভো আকারে বিশ্বকোষের মুদ্রিত প্রথম খণ্ড অ্যানাটমি—অর্থাৎ অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাবিষয়ে লিখিত "বিদ্যাহারাবলী" ; ফেলিক্স কেরী ও শ্রীরামকমল সেনের সম্পাদিত 'যন্ত্রস্থ' একটি বৃহৎ ইংরেজী-বাংলা শব্দকোষ ও বাংলা ভাষায় যন্ত্রস্থ একটি "আইন গ্রন্থ"। এ ছাড়াও ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির জন্য শ্রীরামপুরে মুদ্রিত গোল্ডস্মিথের ইংলণ্ডের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ, শ্রীরামপুরে মুদ্রিত জন বানিয়ানের অমর গ্রন্থ Pilgrim's Progressএর যাত্রীদের অগ্রসরণ বিবরণ নামক বাংলা তরজমা, শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্রদের জন্য রেভারেণ্ড জন ম্যাক কর্তৃক লিখিত রসায়নশাস্ত্রের পুস্তকের বাংলা অনুবাদ (আংশিক সমাপ্তি-কৃত ও যন্ত্রস্থ) এবং ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির জন্য মিলের বৃটিশ ভারতের ইতিহাসের যন্ত্রস্থ সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদের উল্লেখ ছিল।

বাংলা ও সংস্কৃতে তাঁর গভীর জ্ঞান থাকায় তিনি শেষ কয়েকটি বছর ধরে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতাকে বাইবেলের বিভিন্ন অংশ অনুবাদের কাজেও সাহায্য করেছিলেন। 'সমাচার দর্পণ' ফেলিক্সের দ্বারা সংকলিত বা সম্পাদিত আরো গ্রন্থ ও প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলির প্রথমটি হ'ল বর্মী ভাষায় বাংলা শব্দ সহ পালি-সংস্কৃত শব্দকোষ। প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর থেকে মুদ্রিত 'দিগ্দর্শন' নামক ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির তরফ থেকে প্রকাশিত যুবক সম্প্রদায়ের জন্য একটি মাসিক পত্রে।[৩৫] তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি সম্পর্কে

৩৫। ফেলিক্স দ্বারা সংকলিত পালি শব্দকোষ ও ব্যাকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় Asiatic Review, 1823 সালে। এই পত্রিকাটির এই সংখ্যায়—সমাচার দর্পণের ১৬ নভেম্বার ১৮২২ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত ফেলিক্সকৃত সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর একটি ফিরিস্তি উদ্ধৃত হয়। পরে এই তালিকাটিই আবার ১৮৪৮ সালে The Bengal Obituary গ্রন্থে পুনর্মুদিত হয়েছিল।

সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন। এই ঘোষণাটির ফলে এই শব্দকোষটির পরবর্তী ইতিহাস বেশ বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে।

এর মূল সংকলক ও স্রষ্টা কলকাতার রামকমল সেন একজন বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। ডাক্তার জনসন প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ ডিকসনারীর টড-কৃত সংস্করণের ওপর ভিত্তি করেই প্রচুর পরিশ্রমের ফলে তিনি দুই খণ্ড সম্বলিত এই ইংরেজী-বাংলা শব্দকোষটি প্রণয়ন করেন এবং এটি অবশেষে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই শব্দকোষ-প্রণয়নের একটি বৈচিত্র্যময় ইতিহাস আছে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে কলকাতায় হিন্দু কলেজ ও ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হবার পর দেশীয়দের জন্য একটি ইংরেজী-বাংলা শব্দ-কোষ প্রণয়নের প্রভূত শ্রমসাধ্য কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তারিখানুসারে সর্বপ্রথমে ফেলিক্স কেরী ও শ্রীরামকমল সেন সম্পাদিত বৃহৎ বাংলা শব্দকোষটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উক্ত ইংরেজী-বাংলা শব্দকোষটির ভবিষ্যত প্রকাশনের ঘোষণা করা হয়। ঘোষণাটি এই রূপ ছিল:

> ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান।—শ্রীযুত ফিলিক্স কেরী সাহেব ও শ্রীযুত রামকমল সেন কর্ত্তৃক ইংরেজী ও বাংলা ভাষাতে এক অভিধান তর্জ্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই বালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেসে শ্রীযুত পেরেরা সাহেবের নিকটে কিম্বা মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত থ্যাকর সাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত ফিলিক্স কেরী সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।[৩৬]

এই উদ্দেশ্যে বেশ কিছুটা বাংলা ছাপার হরফ তৈরী ও শব্দকোষের ১১৬ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পর মুদ্রাকর ল্যাভেণ্ডিয়ার প্রেস মুদ্রণকার্যে আর অগ্রসর হতে নারাজ হয়। প্রেসটি তখন অন্যান্য লাভজনক গ্রন্থ ও সংবাদপত্র মুদ্রণের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

৩৬। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬।

"পরবর্তী কালে শ্রীরামপুর প্রেসের মালিকেরা এই বৃহৎ ডিকসনারিটি শুদ্ধ ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে রাজী হ'লে এটির মুদ্রণের কাজ শ্রীরামপুর প্রেসে স্থানান্তরিত করা হ'ল। মৃত ফেলিক্স কেরীও এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং রেভারেণ্ড ডাঃ কেরী ও ডাঃ মার্শম্যান প্রেসে পাঠানোর পূর্বে অভিধানটির চূড়ান্ত প্রুফ দেখে দিয়েছিলেন।"[৩৭] পূর্ণভাবে মুদ্রিত হয়ে বের হবার পূর্বে অনুবাদকদের নানারকম ঝড়ঝাপটা ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যদিচ ডিকসনারীর প্রথম খণ্ডটি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল তবু ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় খণ্ডের সংগে প্রথম খণ্ডটিও আখ্যাপত্রসহ পুনর্বার প্রকাশিত হ'ল।[৩৮] ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর তারিখে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ফেলিক্স এই শব্দকোষটির জন্য ডাঃ জনসনের প্রণীত এক খণ্ডে সম্বলিত শব্দ-কোষের টডকৃত সংস্করণ থেকে শব্দ ইত্যাদি সংগ্রহ, পুনঃ পরীক্ষা ও সম্পাদনের কাজে রামকমল সেনের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছিলেন।

ফেলিক্স কেরী রামকমল সেনের শব্দকোষটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সম্পাদনা ও প্রকাশে ব্রতী হয়েছিলেন, এমন সময় মৃত্যু তাতে যতি টেনে দিল—সজনীকান্তের এই অভিমতের সঙ্গে বর্তমান নিবন্ধের লেখক পূর্বে একমত হলেও ফেলিক্সের জীবনী সম্পর্কিত তথ্যাদি পুনর্বার পরীক্ষা করে এখন তিনি তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন।[৩৯] বর্তমান নিবন্ধের লেখকের এখনকার মতে ফেলিক্স কেরী শ্রীরামপুরে মুদ্রিত রামকমল সেনের বৃহৎ পূর্ণাংগ শব্দকোষটি মুদ্রণের ব্যাপারে বড় জোর সংশোধন ও সম্পাদনার কাজে সহযোগিতা মাত্র করেছেন। শ্রীরামপুরের বাংলা পত্রিকা 'সমাচার দর্পণে' ফেলিক্স কেরী ও রামকমল সেন কর্তৃক যুক্তভাবে সম্পাদিত ইংরেজি-বাংলা শব্দকোষ প্রকাশের

৩৭। Ram Comul Sen, A Dictionary of the English and Bengalee Languages translated from Todd's edition of Dr. Johnson's Dictionary···Vol. I, Serampore, 1830, Preface, p.p 5–20.

৩৮। ঐ। এই প্রসংগে মুহম্মদ সিদ্দিক খান প্রণীত বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা, পৃঃ ১১৬–১১৯ দ্রষ্টব্য।

৩৯। সজনীকান্ত দাস, পৃঃ ২৩৮; সিদ্দিক খান পৃঃ ১৩২–১৩৩।

বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ায় সম্পূর্ণ ভাবেই রামকমল প্রণীত বৃহৎ একটি শব্দকোষ মুদ্রণ ও প্রকাশের সংগে ফেলিক্স ও রামকমল সংকলিত একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ শব্দকোষ প্রকাশ-বিষয়ে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এ পর্যন্ত কেউ ফেলিক্স-সংকলিত তথাকথিত সংক্ষিপ্ত শব্দকোষটি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন নি এবং কেউ এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বইটির অস্তিত্ব উল্লেখও করেন নি। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ফেলিক্সকে বাংলা শব্দকোষ সংকলকের যে সম্মান দেওয়া হয়েছে তা সত্যই তাঁর প্রাপ্য নয়।

ফেলিক্সের পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পূর্বোক্ত যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ প্রণীত হয়েছিল তার মধ্যে সর্বপ্রধান দুটি হ'ল বিদ্যাহারাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। তার প্রস্তাবিত ও আংশিকভাবে প্রকাশিত বিশ্বকোষটি প্রতি-মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশের পরিকল্পনা করা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বকোষের মাত্র দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্যাহারাবলীর প্রথম খণ্ডটি অ্যানাটমি বা অংগ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা বিষয়ক। এই খণ্ডটি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের একটি কলকাতার ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল লাই-ব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। স্মৃতিশাস্ত্রের উপর লিখিত বিশ্বকোষটির দ্বিতীয় খণ্ডটি ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। কলকাতাস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পাঠাগারে এর একমাত্র কপিটি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।[৪০]

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন 'সমাচার দর্পণে' বিশ্বকোষ প্রকাশের পরিকল্পনা সম্পর্কে নিম্নোক্ত ঘোষণা প্রকাশিত হয়:

> নূতন পুস্তক।—শ্রীযুক্ত ফেলিক্স কেরী সাহেব ইংলণ্ডীয় পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাহারাবলী নামে এক নূতন পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় করিয়া শ্রীরামপুরে

৪০। শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশিত বহুসংখ্যক বইয়ে দু'টি করে আখ্যাপত্র সংযোজিত হ'ত—একটি ইংরেজী ও দ্বিতীয়টি বাংলা। উল্লেখযোগ্য যে প্রায়ই দুটি আখ্যাপত্রে দুটি পৃথক মুদ্রণ তারিখ দেখানো হ'ত। বিদ্যাহারাবলীর প্রথম খণ্ড ১৮২০ সনের নভেম্বর মাসে সম্পূর্ণ হওয়াতে এই খণ্ডের মুদ্রণ তারিখ নভেম্বর ১৮২০ সন বলে উল্লেখিত হয়েছে।

ছাপা করিতেছেন ইহাতে নানা প্রকার বিদ্যার কথা আছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কিম্বা ছাপান্ন ফর্দ্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাস২ ছাপা হইবেক। আটচল্লিশ কিম্বা ছাপান্ন ফর্দ্দেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক ঐ এক ২ নম্বরের মূল্য দুই ২ টাকা।[৪১]

উপরোক্ত সাহসী পরিকল্পনাটি ফেলিক্সের ন্যায় দুঃসাহসী স্বাপ্নিকের উপযুক্তই হয়েছিল। তিনি তাঁর গ্রন্থটি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ৫ম সংস্করণের উপর ভিত্তি করে রচনা করতে চেয়েছিলেন। শ্রীরামপুরে থাকাকালীন চিকিৎসা ও শল্যশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ব্রহ্ম প্রবাসকালে উক্ত বিষয়সমূহে তিনি বাংলা ভাষায় যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন তার ফলেই এবং চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কিত বইয়ের নিদারুণ অভাব মিটাতে হয়তো তিনি ব্যবচ্ছেদবিদ্যাকে তাঁর বিশ্বকোষের প্রাথমিক খণ্ডের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছিলেন। এই সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয় হ'লেও কাজ আরম্ভ করবার অব্যবহিত পরেই তিনি অনুবাদের উপযুক্ত শব্দাবলীর অপ্রতুলতাজনিত বিষম অসুবিধার সম্মুখীন হলেন। বাংলা ভাষায় এমন কি সংস্কৃতেও এই কাজের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক শব্দসমূহের অভাব ছিল। তথাপি পথিকৃতের দুর্দমনীয় সাহস নিয়ে তিনি এই সুকঠিন কাজে হাত দিলেন। তাঁর পণ্ডিত পিতা উইলিয়াম কেরী এবং দু'জন বাঙ্গালী পণ্ডিত শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার ও কবিচন্দ্র তর্কশিরোমণি এ ব্যাপারে ফেলিক্সের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ডটিতে ৪৮টি পৃষ্ঠা ছিল। উক্ত খণ্ডে অনুবাদক গ্রন্থটির উদ্দেশ্য ও মুদ্রণ পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্ভাব্য গ্রাহকদের জন্য এক মুখবন্ধ সন্নিবেশ করেছিলেন। মুখবন্ধটির একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল:

বিদ্যাহারাবলীনাম গ্রন্থ লওনের নিমিত্তে
যাঁহারা স্বীকৃত হইয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন কিম্বা ইহার পরে করিবেন তাহারদিগের প্রতি
মেং ফেলিক্স কেরী সাহেবের পত্রমিদং।

॥ ১ ॥ যেমত অন্য ২ দেশে মনুষ্যজাতি দুইপ্রকার অর্থাৎ মূর্খ এবং জ্ঞানী তদ্রূপ এতদ্দেশেতেও আছে। মূর্খেরা সর্ব্বদা পশুবৎ তাহারদিগের মধ্যে কেহ

৪১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৪।

জ্ঞানাভিলাষী নয় কিন্তু নিতান্ত বিদ্বান যে ব্যক্তি তিনি তদ্রূপ নন তাঁহার চিত্ত অন্য প্রকার কোনো এক বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর হইলে কিম্বা কোনো এক সময় কোনো শিল্পকর্ম্ম দেখিলে যাবৎ সে বিষয়ের হেতু কিম্বা সে বিদ্যার আদ্যোপান্তকারন জ্ঞাত না হন তাবৎ তাঁহার মনে কোন সুখ প্রবিষ্ট হইতে পারেনা যেহেতুক বিদ্বানেরদিগের মন সর্ব্বদা বর্দ্ধিষ্ণু এবং এক বিষয় জ্ঞাত হইলে তাহাতে ক্ষান্ত নন কিন্তু সর্ব্বদা আরো জ্ঞাত হইতে বাঞ্ছা করেন।

॥ ২ ॥ পুনশ্চ ঐ বিদ্বানেরদিগের মধ্যে দুই প্রকার লোক আছেন প্রথমতঃ যাঁহারা বিদ্যাভ্যাসকরণে আরম্ভমাত্র করিয়াছেন দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা স্বদেশীয় সর্ব্ব-শাস্ত্রেতে প্রজ্ঞ হইয়া অন্য ২ দেশীয় বিদ্যাবিষয়ও জ্ঞাত হওনে অত্যন্তাকাঙ্খী। এই দুই প্রকার লোকের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যভ্যাসকরণে কেবল আরম্ভ-মাত্র করিয়াছেন তাঁহারদিগের নিমিত্তে এইক্ষণে কলিকাতায় এবং অন্য ২ স্থানে ভাগাবান এতদ্দেশীয় লোকেরা হিন্দুস্থানের মধ্যে বিদ্যাবাহুল্যের জন্যে অনেক ২ আয়োজন করিতেছেনএবং ঈশ্বর কৃপায় আরো হউক কেননা বিদ্যা সমুদ্রের ন্যায় তাহার অন্ত পাওয়া অতি দুঃসাধ্য।

॥৩॥ যাঁহারা বিদ্যাভ্যাসে নূতন প্রবত্ত হইয়াছেন তাঁহারা ঐ সাহেবান এবং এতদ্দেশীয় অন্য ২ ভাগ্যবান এবং বিশিষ্ট লোকেরদিগের আয়োজন দ্বারা এবং গ্রন্থ দ্বারা নানা বিদ্যার আদি প্রকরণ জ্ঞাত হইতে পারেন এবং তদ্বিবিষয়ক জ্ঞানেতে বর্দ্ধিত হইলে অবশ্য তদ্‌গ্রন্থের সমস্ত মুল গ্রন্থ জ্ঞানেচ্ছুক হইবেন অতএব তাঁহারদিগের জ্ঞান যেন অধিক রূপেতে বর্দ্ধিত হয় এতৎপ্রযুক্ত ইউরোপীয়দিগের গ্রাহ্য তাবদায়ুর্ব্বেদশিল্প-বিদ্যাগ্রন্থাবলী ছাপা আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু অধিকন্তু যাঁহারা বহুকালাবধি ইউরোপ জাতীয়েরদিগের নানা জ্ঞান এবং বিদ্যা দেখিয়া অতি চমৎকৃত হইয়া সে সকল জ্ঞান এবং সে সকল বিদ্যা কিরূপে এবং কি প্রকার প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই এমত স্বদেশীয় সর্ব্বশাস্ত্রেতে বিজ্ঞ হওনানন্তর অন্য ২ ইউরোপ-জাতীয় বিদ্যাভ্যাসেচ্ছুক হইয়াছেন তাঁহারদিগের জ্ঞান বর্দ্ধনার্থে এবং অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গাদি দেশেতে ইউরোপীয় তাবদায়ুর্ব্বেদশিল্প-বিদ্যাদি বর্দ্ধনার্থে এবং

তাবদ্বিষয়ের আদ্যোপান্ত কারণ জ্ঞাপনার্থে এই বিদ্যাগ্রন্থ সমস্ত ক্রমেতে তর্জ্জমা হইয়া ছাপা হইবেক।

প্রতি বিষয়ে এক খণ্ড হিসেবে কতিপয় খণ্ডে সম্পূর্ণ করে এই বিশ্বকোষটি প্রণয়ণ ও প্রকাশের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। প্রতিটি খণ্ডে আবার কয়েকটি সংখ্যায় বিভক্ত হয়ে প্রতি মাসের পয়লা তারিখে প্রাকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত হয়েছিল। আর ঘোষণা করা হয়েছিল যে প্রতিটি খণ্ডের সমস্ত অংশ মুদ্রণের পর খণ্ডটি সম্পূর্ণ হলে সম্পূর্ণ খণ্ডটি বাঁধিয়ে নেবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে।[৪২] চোদ্দ মাস ধরে অতিশয় যত্ন-সহকারে এই সময় সূচী অনুসরণ করে প্রতিমাসের পয়লা তারিখে ৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত এক একটি অংশ প্রকাশিত হয়ে বিষয়সূচী-সহ বিদ্যাহারাবলীর ব্যবচ্ছেদ-শাস্ত্র বিষয়ক প্রথম খণ্ডটি সম্পূর্ণ হ'ল। এর প্রতি সংখ্যার মূল্য দু'টাকা এবং ৬৩৮ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ গ্রন্থটির ধার্য হ'ল আটাশ টাকা। গ্রন্থটির আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ ছিল :

বিদ্যাহারাবলী অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় কৃত ইউরোপীয় সর্ব্বগ্রাহ্য তাবৎ আয়ুর্ব্বেদ শিল্পবিদ্যাদি মূলগ্রন্থাবলী। তৎপ্রথম গ্রন্থ। ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। ফেলিক্স কেরী কর্ত্তৃক পঞ্চমবার-ছাপাকৃত এন্‌সেক্লোপেদিয়া ব্রিটানিকা নামক গ্রন্থাবলী হইতে বাংলা ভাষায় কৃত। গরিষ্ঠ উলিআম, কেরী কর্ত্তৃক তর্জমা বিবেচিত এবং শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক ভাষা বিবেচিত ও শ্রীকবিচন্দ্র তর্কশিরোমণি কর্ত্তৃক সাহায্যীকৃত। শ্রীরামপুর মিশিয়ন ছাপাখানাতে ছাপাকৃত। সন ১৮২০।

Vidyaharabulee or Bengali Encyclopaedia. Vol. I. Anatomy, translated into Bengalee from the 5th edition of Encyclopaedia Britannica by F. Carey. Assisted by Sreekunta Vidyalunkar and Shree Kobichundra Turkasiromoni. The whole revised by the Rev. W. Carey D. D., Serampore : Printed at the Mission Press, 1820.[৪৩]

৪২। সজনীকান্ত দাস, পৃ: ২৪০—২৪১।

৪৩। Sushil Kumar De, Bengali Literature in the Nineteenth Cenrtuny (1757—1897), Second Revised edition, Calcutta, 1962, p p. 227—228

বিদগ্ধ সমালোচক সজনীকান্ত এ বিষয়ে বলেন যে: "বিষয়ের দুর্বোধ্যতা ও দুরূহতা বিবেচনা করিলে ফেলিক্স যে ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই; পুস্তকের শেষে দীর্ঘ ঊনচল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী 'ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যাভিধান' অর্থাৎ এই বিষয়ের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এই পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এই পুস্তকের পরিভাষার দুরূহতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কথা উঠিয়াছিল··· ।"[৪৪]

ফেলিক্স নিজেও এ বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হয়ে গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত দুরূহ বাংলা শব্দাবলী সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি ঐ সমস্ত শব্দ অমরকোষ, রভস, জটাধর ও বিশ্বকোষ থেকে গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তী সংস্করণের জন্য ভাষার সংশোধন সম্পর্কিত যে কোন প্রস্তাবও সানন্দে গৃহীত হবে বলে উল্লেখ করেছিলেন। আরও জানা গেছে যে ব্যবচ্ছেদ বিষয়ের ছবির প্লেটগুলো ক্রোড়পত্র হিসেবে পৃথকভাবে মুদ্রিত হয়ে প্রত্যেকটি আট আনা দামে বিক্রিত হত।

এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর স্বাভাবিকভাবেই ফেলিক্স রসায়ন, গার্হস্থ অর্থনীতি, চিকিৎসা, শল্যশাস্ত্র ও ভেষজ বিদ্যা বিষয়ক ক্রমিক গ্রন্থ প্রণয়নের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু অল্পসংখ্যক গ্রাহক ও বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দরুন ফেলিক্স বিদ্যাহারাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডটি স্মৃতিশাস্ত্রের উপরই প্রণয়নে বাধ্য হলেন। রেভারেণ্ড জেমস লং সাহেব তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থতালিকায় উল্লেখ করেছেন যে দেশীয় জনসাধারণের তিনশত জন বিদ্যাহারাবলীর গ্রাহক ছিলেন, কিন্তু সজনীকান্তের অভিমতে এত সংখ্যক গ্রাহক থাকলে মাত্র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পরই এই মূল্যবান ধারাবাহিক বিশ্বকোষের প্রকাশন অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে যেত না। সজনীকান্তের অভিমত যে যথার্থতার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায় ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির পুস্তক-জমাখানা (Depository) থেকে পাঠানো পুস্তকের বাৎসরিক হিসাব থেকে। অত্যন্ত নৈরাশ্যের সঙ্গেই লক্ষ্য করা যায় যে ১৮২১

৪৪। সজনীকান্ত, পৃঃ ২৪২।

খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পনের বছরে বিদ্যাহারাবলীর প্রথম খণ্ডের মাত্র ১১১টি কপি বিক্রয় হয়েছিল।[৪৫]

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে ফেলিক্সের বাংলা বিশ্বকোষের দ্বিতীয় খণ্ডটি স্মৃতিশাস্ত্রের উপর সংকলিত হয়েছিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসের এশিয়াটিক রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত ফেলিক্সের মৃত্যুসংবাদে সম্ভবতঃ উক্ত "অসম্পূর্ণ বাংলা আইন পুস্তকের (যন্ত্রস্থ)" উল্লেখ করা হয়েছে অথচ ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বরে শবব্যবচ্ছেদ শাস্ত্রের শেষ সংখ্যাটি মুদ্রিত হবার দু'মাস পরেই (১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে) বিশ্বকোষের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা স্মৃতিশাস্ত্রে শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল। স্মৃতিশাস্ত্র গ্রন্থটিরও মাসিক প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল কিন্তু প্রতি পৃষ্ঠায় লাইনের সংখ্যা বৃদ্ধি করায় প্রতি সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮ এর পরিবর্তে ৪০ করা হয়। প্রথম খণ্ডের ন্যায় এরও প্রতি সংখ্যার মূল্য দু' টাকা ধার্য হ'ল। কিন্তু ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের পরই এই গ্রন্থের প্রকাশ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। সম্ভবতঃ পরিকল্পনাটি অসময়োচিত হওয়ায় ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে—এই দুই কারণে বাংলা বিশ্বকোষপ্রণয়নের মূল্যবান প্রচেষ্টা অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ল।

বাংলা বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ড অঙ্গব্যবচ্ছেদ গ্রন্থের মতই স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যবহৃত আইন সম্পর্কিত শব্দসমূহের বাংলা অনুবাদ ও এগুলির যোগ্য ব্যবহার সকলেরই অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। সজনীকান্তের মতে এক্ষেত্রে ফেলিক্স অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। এই দু'টি গ্রন্থপ্রণয়নে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সাফল্যজনক ব্যবহার থেকেই ফেলিক্সের উভয় ভাষায়ই যথেষ্ট বুৎপত্তি প্রমাণিত হয়।

৪৫। Long, J. A Descriptive Catalogue of Bengali works containing A classified list of Fourteen Hundred Bengali Books & Pamphlets...Calcutta, 1855, under chapter on medicine; সজনীকান্ত দাস, পৃঃ ২৪৪; Basak, N. C. Calcutta School Book socitey in Bengal Past and Present, Vol LXXVIII, Pt. I, No. 145, January-June 1959, P. 68.

ফেলিক্সের পরবর্তী অনুদিত গ্রন্থের নাম বৃটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়। গ্রন্থটি গোল্ডস্মিথ প্রণীত ইংলণ্ডের ইতিহাসের (১৮০২ খৃষ্টাব্দের অমিয়েন্সের সন্ধি পর্য্যন্ত) সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ভিত্তিতে রচিত। উক্ত পুস্তকটি পুর্বোল্লিখিত ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত সুলভ পাঠ্যপুস্তক সমুহের অন্যতম। এই স্কুল বুক সোসাইটি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ডাঃ উইলিয়াম কেরী, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ বহু বিদ্বান ব্যক্তি সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকগুলো ব্যয়বহুল, বিরাটাকার ও কঠিনভাষা সম্পন্ন হওয়ায় সোসাইটি সুলভ সহজ ও সংক্ষিপ্ত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে ফেলিক্স কেরী, জে. লসন, (J. Lawson), ডব্লিউ, এইচ, পিয়ার্স (W. H, Pearce), জে, ডি, পিয়ারসন (J. D. Pearson) এবং ডব্লিউ, ইয়েটস্ (W. Yates) প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ সমকালীন বৃটিশ পাঠ্যপুস্তক প্রণেতাদের অন্যতম। সম্প্রতি স্থাপিত হিন্দু কলেজ (১৮১৭ খৃষ্টাব্দে), শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৭ খৃষ্টাব্দে) ও কলকাতার বাইরে স্থাপিত বিদ্যালয়গুলোর প্রয়োজনীয় সব পাঠ্য ও বিজ্ঞানিক-ভিত্তিক পুস্তকের অধিকাংশই ইংরেজী থেকে অনুবাদ করা হয়েছিল। পাঠ্য পুস্তক সমূহের মধ্যে ইতিহাসই ছিল সর্বপ্রধান বিষয়বস্তু। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তখনকার পুস্তকগুলোতে বাংলা ও ইরেজী দুটো করে আখ্যাপত্র সন্নিবিষ্ট থাকতো। তার ফলে ফেলিক্সের শেষোক্ত গ্রন্থটি অর্থাৎ (বৃটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়) ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বা ১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল এ বিষয় কিছুটা মতভেদের অবকাশ আছে। উক্ত বইটির বাংলা টাইটেল পৃষ্ঠাটির প্রতিলিপি নিম্নরূপ ছিল ঃ

> ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয় অর্থাৎ জুলিয়াস্ কাইসারের ব্রিটিন দেশাতিক্রম সময়াবিধ আইমেন্স নামে প্রসিদ্ধ সন্ধিসময় পর্য্যন্ত মহাব্রিটিনের বিবরণ সঞ্চয়, তন্মধ্যে জুলিয়াস কাইসারের কালাবধি দ্বিতীয় জর্জ্জ নামে রাজার মৃত্যু পর্য্যন্ত, গোলজস্মিথ উপাধ্যায় বিবরণীকৃত, এবং ঐ জর্জ্জের মরণাবধি ১৮০২ সালের আইমেন্স নামক সন্ধিসময় পর্য্যন্ত অন্য এক প্রথিত প্রজ্ঞোপাধ্যায় কর্তৃক

বিবরণীকৃত ফিলিক্স কেরী কর্ত্তৃক বাংলা ভাষায় কৃত। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ইতি শন ১৮২৯।[৪৬]

পাঠকের স্মরণে থাকবে যে লিটারারী গেজেটে কাশীপ্রসাদ ঘোষের নিবন্ধে ফেলিক্সের এই গ্রন্থটির আক্রমণাত্মক সমালোচনা করা হয়েছিল। কেবলমাত্র সংস্কৃতবহুল দুর্বোধ্য রচনাশৈলীর বিরুদ্ধেই নয় উপরন্তু পুস্তকের শেষে সংযোজিত পরিভাষারও সমালোচনা করা হয়েছে। সমালোচকের মতে পরিভাষায় ব্যবহৃত কিছু বাংলা শব্দ ইংরেজীর চাইতেও কঠিন ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে।[৪৭]

জন বানিয়ানের অমর গ্রন্থ 'পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেসে'র বাংলা অনুবাদ পুস্তকটি ফেলিক্সের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থটি দুই ভাগে সমাপ্ত করা হয়েছিল। প্রথম ভাগ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে নিম্নলিখিত আখ্যাপত্র বহন করে আত্মপ্রকাশ করে: যাত্রিরদের অগ্রসরণ বিবরণ অর্থাৎ ইহলোক হইতে পরলোক গমন বিবরণ। যোহন বনাম কর্ত্তৃক তৎস্বপ্ন লভ্য এই গ্রন্থবিবরণ রচিত হইয়াছে। আমি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করিয়াছি। ফেলিক্স কেরী কর্ত্তৃক বাংলা ভাষায় অর্থ সংগৃহীত শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ইংলণ্ডীয় সন ১৮২১। বাংলা সন ১২২৮ শাল। দ্বিতীয় ভাগটি পরবর্তী বৎসর প্রকাশিত হয়। ফেলিক্স তাঁর পিতার নির্দেশে কর্মময় জীবনের শেষ পর্যায়ে শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্রদের জন্য যে সমস্ত গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন উপরোক্ত গ্রন্থটি সেগুলির মধ্যে একটি বলে পিয়ার্স কেরী অভিমত প্রকাশ করেছেন।

অক্লান্ত ফেলিক্স জন ম্যাকের, প্রণীত 'প্রিন্সিপলস্ অব কেমিষ্ট্রি' গ্রন্থটিরও অনুবাদ করেছিলেন। বাংলা অনুবাদের নাম হ'ল 'কিমিয়া বিদ্যার সার' এবং এটি ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ডাঃ ম্যাক শ্রীরামপুর

৪৬। সজনীকান্ত দাস, পৃঃ ২৪৮—২৪৯; Sushil Kumar De, p: 227. এই একই পুস্তকের আখ্যাপত্রের উদ্ধৃতি সজনীকান্ত ও সুশীলকুমার দ্বারা কিছুটা ভিন্নরূপে দেওয়া হয়েছে।

৪৭। সমাচার দর্পণ, ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৩০। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৪—৪৭

কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর এই গ্রন্থটির অনুবাদ শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক সিরিজের আর একটি পুস্তক। পুস্তকটি ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী বাংলা সংস্করণে প্রকাশিত হয়। অথচ সজনীকান্তের অভিমতে "ম্যাক পুস্তকটির মুখবন্ধে ফেলিক্সের অবদানের উল্লেখ করেন নি।" আশ্চর্যের বিষয় যে যদিচ শ্রীরামপুর কলেজ গ্রন্থাগারে রক্ষিত সম্ভবতঃ একটিই মাত্র কপির মুখবন্ধে ম্যাক ডাঃ জশুয়া মার্শম্যানের অনুপ্রেরণা ও ডাঃ উইলিয়াম কেরীর ও কলেজে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি উপহারদাতার সাহায্যের উল্লেখ করে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, তিনি তাঁর বইটির প্রাথমিক কোনওখানেই ফেলিক্স কেরীর নামোল্লেখও করেন নি।[৪৮]

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় (Friend of India) ফেলিক্সের মৃত্যুসংবাদ (যা পরে এশিয়াটিক রিভিউতে (Asiatic Review) প্রকাশিত হয় এবং তারও পরে ওরিয়েন্টাল ওবিটুয়ারীতে (Oriental Obituary) পুনর্মুদ্রিত হয়। সুস্পষ্ট-ভাবে শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্রদের জন্য রেভারেণ্ড জন ম্যাকের রসায়ন পুস্তকের ফেলিক্সের কৃত বাংলা অনুবাদের মুদ্রণ আংশিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু ফেলিক্সের অনুবাদ আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়নি এবং এরূপ আলাদা প্রকাশের কোন নিদর্শনও পাওয়া যায়নি, খুব সম্ভবতঃ জন ম্যাকের দ্বিভাষিক গ্রন্থটির মাঝেই ফেলিক্সের বাংলা অবদানটি নিমজ্জিত হয়েছে, সজনীকান্তের এই মতবাদটি গ্রহণ যোগ্য বলে মনে হয়।[৪৯]

উপরোক্ত সূত্র এবং পিয়ার্স কেরী ও প্রকাশিত জীবনী দুটির উপর নির্ভর করে মিলের প্রণীত বৃটিশ ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের বাংলা অনুবাদটিকেও ফেলিক্স কেরীর অবদান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ বইটি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক তাঁর মৃত্যুর পর মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়ে থাকতে

৪৮। সজনীকান্ত দাস, পৃঃ ২৫১; Diehl, Katharine Smith, Early Indian Imprints, New York, 1964, p. 214, Article No. 295.

৪৯। Asiatic Review 1823; The Oriental Obituary; সজনীকান্ত, উপরোক্ত।

পারে।[৫০] বস্তুতঃ কেরী-সাহিত্যে সুপণ্ডিত সজনীকান্ত দাস ও রেভারেণ্ড জেমস্ লং, রেভারেণ্ড ওয়েঙ্গার, ডিল, প্রমুখ গ্রন্থপঞ্জীকারেরা এবং বর্তমান প্রবন্ধ লেখক ফেলিক্স সংকলিত বা অনুদিত অন্যান্য গ্রন্থের উল্লেখ করলেও মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাস ও জন ম্যাকের কিমিয়া বিদ্যার সার তাঁদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেননি।[৫১]

গ্রন্থাবলী ছাড়াও বিবিধ ছোট নিবন্ধ রচনায় বিষয়ে ফেলিক্সের যে অবদান রয়েছে সেগুলির পৃথক বিবরণ ও মূল্যায়ন এখানে সম্ভব নয়। তবে বলা উচিত যে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল থেকে আরম্ভ করে ১৮২০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত ভারতীয় ছাত্রদের জন্য যুব পত্রিকা দিগ্দর্শন বা ইণ্ডিয়ান ইয়ুথস্ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বিজ্ঞানবিষয়ক নিবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাটির দুটি সংস্করণ ছিল "ইংরাজী ও বাংলা"। কেবলমাত্র বাংলা পত্রিকাটি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির জন্য মুদ্রিত ও প্রকাশ করা হ'ত।

দিগ্দর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ সম্পর্কে সজনীকান্তের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হ'ল। তিনি বলেন :

> আজ সঠিক নির্ধারণের উপায় না থাকিলেও অনুমান হয়, দিগ্দর্শনের বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলি সমুদয়ই ফেলিক্সের রচনা। এই গুলিই পরবর্তীকালে রামমোহন রায়ের সম্বাদ কৌমুদীতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া রামমোহনের রচনা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সপ্তম ভাগ বা অক্টোবর ১৮১৮ সংখ্যায় "ছাপা কর্মের উৎপত্তি বিবরণ" ফেলিক্সের লেখা বলিয়া বোধ হয়। দশমভাগ বা ১৮১৯ এবং জানুয়ারী হইতে "হিন্দুস্থানের ইতিহাস" ধারাবাহিকভাবে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত বাহির হয়। ইহাও ফেলিক্সের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে।[৫২]

৫০। এ সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে। দিগ্দর্শনের কয়েকটি সংখ্যায় ভারতবর্ষের ইতিহাস ধারাবাহিক প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। যদিচ জ্যেষ্ঠ মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান দ্বারা এগুলি লিখিত হ'বার কথা ছিল, সম্ভবতঃ ফেলিক্স এগুলির রচনাতেও অংশ নিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধের ৫১ নং পাদটীকা দেখুন।

৫১। এঁদের রচিত পূর্বে উল্লেখিত বই বা পুস্তক তালিকা দ্রষ্টব্য।

৫২। সজনীকান্ত দাস, পৃঃ ২৩৯।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই ফেলিক্সের প্রণীত ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা (বিদ্যাহারাবলী) এবং অন্যান্য বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থাবলীরও রচনাবলী সম্পর্কে চিন্তা করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে তিনিই পরবর্তী কালের বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির প্রকৃত পূর্বসূরী ছিলেন। অবশ্য শ্রীরামপুর মিশনের প্রচারকদের চোখে জ্ঞান ও বিদ্যা প্রসারের উদ্দেশ্যে অনূদিত ও সংকলিত এসব বইয়ের অপেক্ষা খৃষ্টধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ইংরেজী, সংস্কৃত ও পালিভাষা থেকে তার কৃত অনুবাদকার্য কম লাভজনক ছিলনা।

উপসংহারে বর্মী ও পালিভাষায় ফেলিক্সের অবদানের উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনের প্রাথমিক পদক্ষেপের সময় থেকে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর সহযোগীরা বাংলা দেশের সন্নিহিত দেশসমূহে খৃষ্টধর্ম প্রচারের আশা পোষণ করতেন। এই উদ্দেশ্যে অনুসন্ধানকার্যের জন্যই চেস্টার ও মার্ডন ব্রহ্মদেশে গিয়েছিলেন এবং রেঙ্গুনে স্থায়ীভাবে মিশন স্থাপনের প্রাক্কালে মার্ডন প্রত্যাবর্তন করলে ফেলিক্স কেরী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। তাঁর ভাষাজ্ঞানের সহায়তায় ইংরেজী ও হিন্দী থেকে বর্মী ভাষায় অনুবাদ করে খৃষ্টধর্ম প্রচার করা সহজ হবে ভেবেই তরুণ ফেলিক্সকে দূরদেশে পাঠানো হয়েছিল।[৫৩] ইতিপূর্বেই হিন্দীভাষা থেকে ধর্ম-পুস্তকের বর্মী ভাষায় অনুবাদের জন্য ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দীভাষায় জ্ঞান-সম্পন্ন একজন বর্মী কর্মচারী নিযুক্ত করে মিশন ব্রহ্মদেশে ধর্মপ্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করতে আগ্রহশীল হয়েছিলেন। ব্যাগস্টার উল্লেখ করেছেন যে ব্রহ্মদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য সেখানকার ক্যাথলিক মিশন পূর্বাহ্নেই খৃষ্টীয় ধর্ম-পুস্তকের কিছু অংশের অনুবাদের পাণ্ডুলিপি তৈরী করলেও ধর্ম-পুস্তকের সম্পূর্ণ বর্মী অনুবাদের প্রথম প্রয়াস করেছেন শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশন। এর ফলে শ্রীরামপুরের প্রেসটি বর্মী ভাষায় অনুবাদ ও মুদ্রণের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বর্মী

৫৩। Pearce Carey, pp. 253-254, 258, 260-261,

ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার হরফকাটা ও ঢালাইয়ের কাজ শ্রীরামপুর ঢালাই-খানাতে হতে লাগল।[৫৪]

রেঙ্গুনে মিশন স্থাপিত হবার পর ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ফেলিক্স অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে বর্মী ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি এবং বর্মী ধর্মীয় ভাষা পালির গভীর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁর বর্মী ভাষা শিক্ষা শম্বুকগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। শিক্ষকের অভাব এবং ফেলিক্সের নানামুখী কর্মব্যস্ততাই এই মন্দগতির প্রধান কারণ। চেটারের সহযোগিতায় তিনি সম্পূর্ণ ধর্ম-পুস্তকটিই বর্মী ভাষায় অনুবাদের যে প্রয়াস করেছিলেন তার ফলে কেবলমাত্র ম্যাথু (Mathew), ল্যুক (Luke) ও জন (John)—বাই-বেলের এই পুস্তিকা তিনটিই অনুদিত হয়েছিল এবং এগুলো ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। ব্যাগ-স্টারের অভিমত সাধারণত নির্ভরযোগ্য হলেও এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে এই পুস্তিকাগুলির (বাইবেলের অংশগুলির) মধ্যে একমাত্র সেন্ট ম্যাথুই ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের সংস্করনে ২০০০ সংখ্যক মুদ্রিত হয়েছিল। অন্যদিকে ডীলের মতানু-সারে চেটার ও ফেলিক্স দ্বারা অনুদিত বাইবেলের তিনটি পুস্তিকাই ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।[৫৫] পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ফেলিক্স ১৮১৪ বা ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে অমরাপুরাতে বর্মী রাজসরকারে কার্যে যোগ দেবার পর তাঁর সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ অনুবাদগুলির পাণ্ডুলিপি পূর্বোল্লিখিত আমেরিকান মিশনারী মিঃ এডনিরাম জাড্‌সানের হস্তে অর্পণ করেন। উক্ত অনুবাদের ভিত্তিতেই মিঃ জাড্‌সন ও মিঃ হাফ (Hough) একযোগে বর্মী ভাষায় বাইবেল ও অন্যান্য গ্রন্থের পরবর্তী অনুবাদসমূহ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। অবশ্য ব্যাগস্টার ও ডীল উভয়েই একই অভিমত দিয়েছেন যে ১৮১৫

৫৪। ঐ, p, 260, 283; Bagster, Samuel, and Sons, London, The Bible in Every Land; A History of the Sacred Scriptures in Every Language and Dialect into which Translations have been made ...London, Bagster [1860] p, মুহম্মদ সিদ্দিক খান, পৃ: ১১—০১৩

৫৫। Bagster, P9; Diehl pp. 401-402, Articles 919—921.

খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত ম্যাথু, লুক ও জনের অনুবাদের রচনাশৈলী বর্মীদেরও অবোধ্য ছিল এবং এগুলিতে ভাষার দুর্বলতাও সুস্পষ্ট।[৫৬]

যে সমস্ত সম্পূর্ণ অনুবাদের পাণ্ডুলিপি ও অসম্পূর্ণ কাগজপত্র জাড্‌সানের হস্তে অর্পিত হয়েছিল তন্মধ্যে "বাইবেলের জেনেসিস (Genesis) পুস্তকের প্রথম তিন অধ্যায়, এক্সোডাসের (Exodus) বিশটি অধ্যায়, আহায়ের নিকট প্রেরিত যীশুখৃষ্টের জন্ম সম্বন্ধীয় দেববাণী, ম্যাথু ও লুক বর্ণিত খৃষ্টের জন্ম ইতিহাস এবং ঐসব পুস্তক থেকে উদ্ধৃত উপদেশাবলীর সংক্ষিপ্তসারও ছিল।" ফেলিক্স সংকলিত বর্মী শব্দকোষের যেটি কখনও প্রকাশ লাভ করেনি সেটি, এবং বাইবেলের সেণ্ট মার্ক লিখিত পুস্তিকার অনুবাদও জাড্‌সনের হস্তে অর্পণ করা হয়। এগুলির সাহায্যে জাড্‌সন পরবর্তীকালে যেসব অনুবাদ ও সংকলন করেছিলেন সেগুলি ফেলিক্স কৃত অনুবাদের চেয়ে উন্নততর হয়েছিল।[৫৭]

ভাষার উৎপত্তিগত সূত্রসহ বর্মী ভাষার ব্যাকরণটিই সম্ভবতঃ বর্মী ভাষায় ফেলিক্স প্রণীত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। পার্ণের মতে এই পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বা এর কাছাকাছি সময়ে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। তবে আজ অবধি ফেলিক্স প্রণীত পুস্তকসমূহের কোন তালিকাতেই এর উল্লেখ করা হয়নি বা এর কোন কপিও আবিষ্কৃত হয়নি। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে এই পুস্তকের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল বলে পার্ণ যে উক্তি করেছেন সেটিই এই পুস্তকের একমাত্র সংস্করন বলেই পলিন কুইগলি Paulne Quigly এবং বর্তমান লেখকসহ ফেলিক্সের অন্যান্য জীবনীকার ও গ্রন্থপঞ্জীকারদের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। শ্রীরামপুর মিশনের অনুবাদ কার্যের বার্ষিক বিবরণীতে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থটির শেষোক্ত সংস্করণের যন্ত্রস্থ অবস্থার কথা উল্লেখ কারা হয়েছে।[৫৮]

৫৬। Diehl, পৃঃ ৪০৯; Bagster, পৃঃ ৯–১০।

৫৭। Pearn, B. R., Burmese Printed Books Before Judson, in The Journal of the Burma Research Society, Vol. XXX, 1940, p. 385

৫৮। Pearn, ঐ। Pauline Quigly, E., Some Early References to the First Burmese-English Dictionary of 1826, in the Journal of the Burma Research Society, Vol XL, Part II (a) p. 348; Tenth Memoir respecting the translations of the Sacred Scriptures into the Oriental languages by the Serampore Brethren ... London, 1834.

বর্মী ভাষায় ফেলিক্সের প্রধান রচনাবলীর মধ্যে পূর্ববর্ণিত বর্মী শব্দকোষ অন্যতম প্রধান। ফেলিক্স এটি মুদ্রিত অবস্থায় দেখে যেতে পারেন নি এবং সম্ভবতঃ এটির উপর ভিত্তি করেই পরে জাড্‌সান তাঁর বিখ্যাত বর্মী শব্দকোষের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেছেন। ব্যাপ্টিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত সাময়িক বিবরণীর ষষ্ঠ খণ্ডে বলা হয়েছে, "কেরী যখন ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কিছুকালের জন্য ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে বাংলায় ফেরবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন তিনি বাংলা-দেশে ধর্মপুস্তিকাগুলি এবং এই শব্দকোষটির মুদ্রণের জন্য হরফকাটা ও ঢালাই এবং দুটি ছাপাখানার যন্ত্র এ কাজে খাটাবার আশা করেছিলেন।

ফেলিক্স প্রণীত শব্দকোষ পাণ্ডুলিপিটির ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। পিয়ার্স কেরীর অভিমতে, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগস্ট রাত্রে ফেলিক্স ও তাঁর পরিবারকে কেন্দ্র করে যে মর্মন্তুদ নৌকাডুবি ঘটেছিল তারই ফলে ও ম্যাথুর অনুবাদসহ শব্দকোষের পাণ্ডুলিপিও ইরাবতী নদীর গভীর জলে তলিয়ে যায়। কুইগলী অবশ্য অন্য-রূপ বলেছেন। তাঁর মতে ফেলিক্স যখন শেষবারের মত কলকাতা ত্যাগ করেন এবং পরে ব্রহ্মদেশে প্রত্যাবর্তন না করেই নানা পথ সমীক্ষণ করে সবশেষে শ্রীরামপুরে ফিরে এলেন তখন তিনি ঐ পাণ্ডুলিপিও সংগে করে এনেছিলেন এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতার ব্যাপ্টিস্ট মিশন ছাপাখানা থেকে প্রথম বর্মী ইংরেজী শব্দকোষ প্রকাশনে এই পাণ্ডুলিপিটি ব্যবহৃত হয়েছিল।[৫৯]

পূর্বে বলা হয়েছে যে পার্ণ মনে করেন যে পাণ্ডুলিপিটি জাড্‌সনের নিকট অর্পিত হয়েছিল। কুইগলী বা পার্ণের, এঁদের দুটি অভিমতের যে কোনও একটি যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয় কারণ অবশেষে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এডনিরাম, জাড্‌সন, ডি, ডি, এবং অন্যান্য ব্রহ্ম মিশনারীদের পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে রচিত ইংরেজী ব্যাখ্যাসহ বর্মী ভাষার শব্দকোষটি প্রকাশিত হয়েছিল। এজন্য নিঃসন্দেহে বলা চলে যে উক্ত মিশনারীদের মধ্যে ফেলিক্স কেরী অন্যতম।[৬০]

অন্যান্য ভাষার ন্যায় পালিভাষাতেও ফেলিক্সের বিদ্যাবত্তা ও ব্যুৎপত্তির উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ফেলিক্স কর্তৃক প্রণীত কথিত সংস্কৃত অনুবাদসহ ব্যাকরণটির বা অভিধান কোনটিরও সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

৫৯। Quigly, p. 348, 349; Pearce Carey, p. 320.
৬০। Quigly; Pearn; Diehl, পৃঃ ১৮০—১৮১, নিবন্ধ সংখ্যা ২০১।

ফেলিক্স কেরী কৃত অনূদিত ও সংকলিত রচনার তালিকা

1. Sermon to the Hindus in the Baptist Annual Register, 1800 (Collected by John Ripon)
(১৮০০ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর খৃষ্টানধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কিছু পূর্বে হুগলীতে কেরীর মুদ্রিত বস্তু সংক্ষেপ।)

2. Letters from Felix Carey in the "Monthly Circular Letters issued from Serampore. Serampore Baptist Mission Press, 1807—1834
(সারকুলার লেটারের উক্ত পত্রগুলি পরে ইংল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত হয় এবং এতে ফেলিক্স কেরী সম্পর্কিত বহু খুটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ ছিল তবে এ গুলো গবেষণার জন্য সেরূপ মূল্যবাণ নয়।)

3. A Grammar of the Burma Language to which is edded a list of thc simple roots from which the Ianguage is derived. Serampore, Missiom press, 1814.

4. Chater, James & Carey, Felix, Joint Translatiors; New Testament : Matthew. Serampore, [1815] 810,
(ডীলের মতে ফেলিক্স ব্রহ্মদেশে থাকা কালীন এই অনুবাদটি করেন এবং এর উপর ভিত্তি করেই এডনিরাম জাড্‌সন তার বর্মী অনুবাদ প্রণয়ন করেছিলেন। এর রচনাশৈলী অত্যন্ত প্রাথমিক ধরনের। অবশ্য ব্যাগষ্টার অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এটি এমন দুর্বোধ্য অনুবাদ হয়েছিল যে বর্মীদের নিকটও তা বোধগম্য ছিলনা। এর ২০০০ কপি মুদ্রিত হয়েছিল।)

5. Chater, Jemes and Carey, Felix, Joint Translatoras : New Testament : Luke, Serampore [1815] 810.
(উক্ত সংস্করনের ২০০০ কপি মুদ্রিত হয়েছিল বলে কথিত আছে।)

6. Do. : New Testament : John. Serampore [1815] 810.
(উক্ত সংস্করনের ২০০০ কপি মুদ্রিত হয়েছিল বলে কথিত আছে।)

7. Britin Desiya Bibaran Samcaya ; Abridgement of the History of England by Dr. Goldsmith translated into Bengali by Felix Carey for the School Book Society. Calcutta, School Book Society, 1820. (Printed at thc Baptist Mission Press, Serampore)
ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয় অর্থাৎ জুলিয়স্ কাইসরের ব্রিটিন দেশাতিক্রম সময়াবধি আইমেন্স নামে প্রসিদ্ধ সন্ধিসময় পর্যন্ত মহাব্রিটিনের বিবয়ণ সঞ্চয়…… C. S. B. S., শ্রীরামপুরে ছাপা হইল……১৮১৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা সূচী ৬, শব্দ সূচী ১৯ এবং মূল পুস্তক ৪১২।

ইংরেজী কবি ও প্রবন্ধকার অলিভার গোল্ডস্মিথ লিখিত ইংলণ্ডের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের অনুবাদ।)

8. Vidyaharabulee or Bengalee Encyclopaedia. Vol. 1. Anatomy, translated into Bengalee from the 5th edition of Encyclopaedia Britannica by F. Carey...Serampore. 1820. P. 638
(রেভারেণ্ড জে, লং এই বাংলা গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁহার বর্ণনা মূলক পুস্তক-তালিকায় এই অভিমত প্রকাশ করেছেন : ফেলিক্সের বিজ্ঞানসংক্রান্ত শব্দের পরিভাষা বিশেষ উপযোগী হয়েছে। গ্রন্থখানিতে অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা ও বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে চিত্রাঙ্কিত হইয়াছে।)

9. বিদ্যাহারাবলী (২য় খণ্ড, স্মৃতিশাস্ত্র)
(অসম্পূর্ণ—মাত্র দুই সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হইয়া যায়। পৃঃ ৮০।)

10. The Pilgrim's Progress from this world to that which is to come by John Bunyan, Part I, translated into Bengalee by F. Carey, Serampore, 1821. 810. p. 237
(যাত্রীদের অগ্রেসরণ বিবরণ অর্থাৎ ইহলোক হইতে পরলোক গমন বিবরণ।

······ষোহন বন্যান কর্ত্তৃক তৎস্বপ্নলভ্য এই গ্রন্থ বিবরণ রচিত হইয়াছে। ······ ফেলিক্স কেরী কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অর্থ সংগৃহীত। শ্রীরামপুর, ১৮২১, পৃঃ ২৩৭)

11. The Pilgrim's Progress from this world to that which is to come by John Bunyan, Pt. II, Serampore, 1822. P. 240. 810.
(যাত্রীদের অগ্রেসরণ বিবরণ······ (২য় খণ্ড)। শ্রীরামপুর, ১৮২২, পৃঃ ২৪০)

12. A Book on land in Bengalee. 1823.
(এই রচনাটির কোন সন্ধান মেলে নাই, ফেলিক্সের মৃত্যুবিজ্ঞপ্তি গুলিতে রচনাধীন বলে উল্লেখিত হয়েছে।)

13. A Dictionary of the Burma Language with explanations in English ......Compiled from the manuscripts of A. Judson, D.D. and of other missionaries in Burma ......Printed at the Baptist Mission Press, Circular Rood (Calcutta)......1826.
(যদিও উক্ত গ্রন্থটি এডনিরাম জাড্‌সনের নামে প্রকাশিত হয়েছিল প্রকৃত প্রস্তাবে তার্থ পুনঃমুদ্রণ করেন রেভারেণ্ড জে ওয়েড জাড্‌সন আভাতে অবস্থানকালে দশ বছর ধরে বর্মী ভাষার অনুশীলন করেছিলেন এবং উক্ত গ্রন্থের জন্য বর্মী ভাষার সর্ব-জন্য অনুমোদিত অর্থ ও উৎপত্তি বিষয় মাল মশলা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ওয়েড অবশ্য ফেলিক্স প্রণীত পাণ্ডুলিপিও ব্যবহার করেছিলেন।

14. কিমিয়া বিদ্যার সার Or Principles of Chemistry by Rev. John Mack. শ্রীরামপুর, ১৮৩৪।

বইটি সর্বপ্রথম শ্রীরামপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক রেভারেণ্ড ডাক্তার জন ম্যাক দ্বারা তাঁহার ছাত্রদের সাহায্যার্থে রচিত হয়। ফেলিক্স এর বাংলা তরজমা করেন ও বইটি ইংরেজী বাংলা দ্বিভাষিকরূপে প্রকাশিত হয়। ফেলিক্সের মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশকালে Friend of India এটি সম্পর্কে বলেন, "Translation into the Bengalee of a Chemical work by the Rev. John Mack for the Students of Serampore College. The work is partly brought through Press". ফেলিক্সের মৃত্যুর বার বৎসর পরে গ্রন্থটি প্রকাশলাভ করে।

15. Pali Grammar (Dictionary?) with a Sanskrit translation.
(...... ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর সমাচার দর্পণে, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখের 'এশিয়াটিক রিভিউ' এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের লিটারেরী গেজেটে প্রকাশিত ফেলিক্সের শোকবার্তায় এটির উল্লেখ করা হয়েছে।)

16. দিগ্দর্শনে প্রকাশিত প্রধানতঃ বিজ্ঞান বিষয়ক এবং অন্যান্য বিষয়ে রচিত নিবন্ধ সমূহ।

17. Miscellaneous Biblical translations into Bengali, Burmese, etc.
বংলা ও বর্মী বাইবেল সংক্রান্ত বিবিধ অনুবাদগুলি অমুদ্রিত অবস্থায় অজানার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এগুলির মধ্যে কতকগুলি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্টের নৌকাডুবি দুর্ঘটনায় বিনষ্ট হয়েছিল এবং অন্য কতকগুলি যা তিনি তাঁর পিতা ও অন্যান্য মিশনারীদের সহযোগিতায় সম্পাদন করেছিলেন সেগুলি সম্ভবতঃ রচনার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে।

18. An Abridgement of the History of British India by James Mill translated into Bengali by Felix Carey for the Calcutta School Book Society, Calcutta.
ফেলিক্সের মৃত্যুসংবাদ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসের 'এশিয়াটিক রিভিউতে' এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল অবিটুওরিতে' প্রকাশিত হয়। এগুলিতে এই বইটি ছাপাখানায় মুদ্রনাধীন আছে বলে উল্লেখিত হয়। অপরপক্ষে সজনীকান্ত দাস এই অভিমত প্রকাশ করেন যে সমাচার দর্পণে তাঁর মৃত্যুসংবাদে এই টাইটেলের কোন উল্লেখ নাই। তাঁর মতে বইখানি আদৌ ছাপা হয়নি। যা হোক আজ পর্যন্ত এর কোন কপির সন্ধান পাওয়া যায়নি।

গ্রন্থপঞ্জী

দীনেশচন্দ্র সেন: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ইংরেজ প্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সপ্তম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৪১।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড (১৮১৮—১৮৩০) —কলিকাতা, ১৩৩৯।

মুহম্মদ সিদ্দিক খান: বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা, ঢাকা, ১৩৭১।

সজনীকান্ত দাস: বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৬৯।

সুকুমার সেন: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সস্করন, কলিকাতা, ১৩৭০।

সুধিরকুমার মিত্র: হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬২।

ASIATIC REVIEW, 1823

BAGSTER, Samuel, and sons, London. The Bible in Every Land: A History of the Sacred Scriptures in every Language and dialect into which translations have been made: illustrated by specimen portions in native Characters ...... London, 1860.

The Bengal Obituary by Holmes & co, London & Calcutta, 1851.

BENGAL POLITICAL CONSULTATIONS (held in the India office Library, London and the National Archives of India, New Delhi) Mss.

BENGAL SECRET and POLITICAL CONSULTATIONS (held in the India office Library, London and the National Archives of India, New Delhi) Mss.

CAREY, Eustace. Memoiss of William Carey, D. D, London, 1836

CAREY, S, Pearce. Willian Carey D, D, Fellow of Linnaean Society London (1923)

CAREY, W. H. Oriental Christian Biography, vol. I, Calcutta, 1850

DIEHL, Katharine Smith. Early Indian Imprints, New York, 1964.

DINESH CHANDRA SEN. History of Bengali Language and Literature, Calcutta, 1954.

JUDSON, Adoniram. A Dictionary of the Burman Language ... compiled from the Manuscripts of A. Judson, D. D. , and of other missionaries ... in Burmah [including F. Carey] Calcutta, 1826:

LONG, James. A Descriptive Catalogue of Bengali Works containing a classificd list of Fourteen Hundred Bengali Books & Pamphlets which have issued from the Press during the last sixty years with occasional notices of the Subjects, the prices & where printed ...... Calcutta, ...1855

M. SIDDIQ KHAN. William Carey and the Serampore Books (1800--1834) in Libri, vol. X1, N0, 3, pp. 197–280.

MARSHMAN, John Clark. The Story of Carey, Marshman, & Ward, the Serampore Missionaries, London, 1864.

PEAM, B. R. "Burmese Printed Books Before Judson", JOURNAL OF THE BURMA RESEARCH SOCIETY, vol. XXX, Rangoon, 1940.

PEAM, B. R; "Felix Carey", JOURNAL OF THE BURMA RESEARCH SOCIETY vol, XXVIII, part I, April, 1938, Rangoon, 1938.

QUIGLY, E. Pauline. "Some Early References to the First Burmese-English Dictionary of 1826" JOURNAL OF THE BURMA

RESEARCH SOCIETY, vol. XL, part II (a), May 1958, Rangoon, 1958.

RAM COMUL SEN. A Dictionary of the English and Bengalee Languages translated from Todd's edition of Dr. Johnson's Dictianary, vol. I, Serampore, 1834. Preface, pp. 5—20.

SMITH, George. The Life of William Carey, shoemaker & missionary (Everyman's Library Edition), n. d.

SUKUMAR SEN. History of Bengali Literature, New Delhi, 1960.

SUSHIL KUMAR DE. Bengali Literature in the Nineteenth Century (1757—1857), 2nd rev. ed. Calcutta, 1962.

TENTH MEMOIR RESPECTING THE TRANSLATIONS OF THE SACRED SCRIPTURES INTO THE ORIENTAL LANGUAGES BY THE SERAMPORE BRETHREN : With a brief review of their various editions from the commencement in the spring of 1794. add …… London, 1834.

WENGER, Edward. the story of the Lall Bazar Baptist Church, Calcutta, 1908.

WENGER, Edward Steane. Missionary Biographies : 4 vols (held in the Carey Library, Serampore College, Serampore).
Mss.